২০২৩ সালে মসজিদে নববীতে ২৮ কোটির বেশি মুসল্লির সমাগম

সারে-জমিন

মাদ্রাসা সার্ভিসের পরীক্ষা পিছনোর দাবি এসআইওর

রূপসী বাংলা

ভূরাজনীতির পুনর্গঠনে ডোনাল্ড ট্রাম্প

সম্পাদকীয়

আকিকা শিশুর অধিকার

দাওয়াত

প্রথম দুই টেস্টে কোহলির বিকল্প রজত পাতিদার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৫ জানুয়ারি, ২০২৪
৯ মাঘ ১৪৩০
১২ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 25 ■ Daily APONZONE ■ 25 January 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

সংঘর্ষ এড়াতে আচমকা গাড়ি ব্রেক কষায় চোট মমতার

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার অন্য একটি গাড়ির সাথে সংঘর্ষ এড়াতে তার গাড়ি হঠাৎ থামাতে গিয়ে কপালে আঘাত পেয়েছিলেন। চালকের পাশে বসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা ড্যাশবোর্ডে ধাক্কা লেগে জখম হন। পূর্ব বর্ধমানে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসুর সঙ্গে দেখা করেন তিনি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হঠাৎ প্রচণ্ড গতিতে একটি গাড়ি আমাদের সামনে চলে আসে। ঈশ্বরের কৃপায় আমার ড্রাইভার সতর্ক থাকায় আমি রক্ষা পেয়েছি। আমি ভাল বোধ করছি না কারণ আমার ব্যথা এবং ফোলাভাব হচ্ছে। আমি কিছু ওষুধ খেয়েছি। তিনি আরও বলেন, অনেক সময় মানুষ যানবাহনের অপব্যবহার করে; যেমনটি হয়েছিল যখন একজন বিএসএফ জওয়ান সেজে আমার বাসভবনের বাইরে ধরা পড়েছিল। পুলিশ আজকের ঘটনা খতিয়ে দেখছে। এ বিষয়ে আমি আর কোনো মন্তব্য করব না। গত বছর জুন মাসে উত্তরবঙ্গের সেভোকে হেলিকপ্টার থেকে নামার সময় হাঁটুতে চোট পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর বাঁ হাঁটুর

বাংলা-পাঞ্জাবে লোকসভা ভোটে জোট নয় কংগ্রেসের সঙ্গে: মমতা ও মান

আপনজন ডেস্ক: বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বুধবার বলেছেন,আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাথে কোনও জোট হবে না এবং তাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং আপ নিজ নিজ রাজ্যে একাই চলবে।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক ঘোষণায় কংগ্রেস হতবাক হয়ে গেল তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে। রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের ঠিক একদিন আগে এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসকে হতাশ করে তুলছে।
বর্ধমান যাওয়ার আগে হাওড়া জেলার ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে সাংবাদিকদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি ওদের (কংগ্রেস) আসন ভাগাভাগির প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা শুরুতেই তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমাদের দল এখন বাংলায় একলা চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিরোধীদের ঐক্য প্রচেষ্টায় ভাটা পড়েছে বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না।
লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে মোট ২৮টি দল একজোট হয়ে ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছে।
সূত্রের খবর, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে কংগ্রেসকে মাত্র দুটি আসন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল তৃণমূল। কংগ্রেসের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য ছিল না, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে দুই দলের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য ৪২ টি সংসদীয় আসন রয়েছে।
বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে আসন ভাগাভাগি ইস্যুতে তৃণমূলের সাথে বিভেদকে আড়াল করতে দেখা গেছে। জোর দিয়ে বলেছে,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেউ ভারতীয় ব্লকের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না এবং তার দল বিরোধী জোটের একটি "গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ"।
রাহুল গান্ধীর চলমান যাত্রার অংশ হিসাবে আসামের উত্তর সালমারায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, মমতাজিকে ছাড়া আমরা ইন্ডিয়া জোট কল্পনা করতে পারি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বিজেপিকে পরাজিত করা আমাদের সকলের অগ্রাধিকার এবং প্রধান দায়িত্ব। আসন সমঝোতা নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর বিবৃতি নিয়ে রমেশ বলেন, এই মনোভাব নিয়েই আমাদের 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করবে।
আসন ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা চলছে বলে যে খবর বেরিয়েছে, তা অস্বীকার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ইস্যুতে তিনি দলের কারও সঙ্গে কথা বলেননি।
তিনি বলেন, কংগ্রেস একাই ৩০০ আসনে লড়ুক। আঞ্চলিক দলগুলি একসাথে রয়েছে এবং বাকিগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। তবে বাংলায় ওদের (কংগ্রেস) কোনও হস্তক্ষেপ আমরা বরদাস্ত করব না। ভোট শেষ হয়ে গেলে জাতীয় স্তরে রণকৌশল ঠিক করবে তার দল। জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটের অংশ হিসাবে আমরা নির্বাচনের পরে আমাদের কৌশল স্থির করব। বিজেপিকে হারাতে যা যা করা দরকার আমরা তাই করব।
রাহুল গান্ধির পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়ে কংগ্রেস তাকে না অবগত না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিনি বলেন, সৌজন্যের নিদর্শন হিসাবে, তারা (কংগ্রেস) কি আমাকে জানিয়েছে যে তারা যাত্রায় বাংলায় আসছে? আমি এ বিষয়ে অবগত নই।
পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী, যিনি তৃণমূলের কট্টর সমালোচক, তিনি বলেন, তারা বাংলার ক্ষমতাসীন দলের কাছ থেকে আসন "ভিক্ষা" করবে না।
২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ২২টি আসন, কংগ্রেস পেয়েছিল ২টি আসন, বিজেপি পেয়েছিল ১৮টি আসন।
সম্প্রতি ভারতীয় ব্লকের ভার্চুয়াল বৈঠক এড়িয়ে গিয়ে বাংলায় কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে আঞ্চলিক দলকে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিল তৃণমূল।
দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গোয়া ও গুজরাটে যখন দল ও কংগ্রেসের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন পঞ্জাবে আপের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করলেন মান। তবে চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছে আপ।
কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দলের জোট নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেন, তার দল রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করবে না, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টি (এএপি) সব আসনে জিতবে।
তিনি বলেন, পাঞ্জাব দেশের নায়ক হয়ে উঠবে এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আপ ১৩-০ জিতবে। উল্লেখ্য পাঞ্জাবে ১৩টি লোকসভা আসন রয়েছে।
কংগ্রেসের সঙ্গে আপের নির্বাচনী জোট হবে না, এটা স্পষ্ট কিনা জানতে চাওয়া হলে মান বলেন, আমরা ওদের (কংগ্রেস) সঙ্গে যাচ্ছি না। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ৮টি, শিরোমণি অকালি দল (এসএডি) এবং তার পূর্ববর্তী জোটসঙ্গী বিজেপি ২টি করে এবং আম আদমি পার্টি ১টি আসনে জয়লাভ করে।
মান এবং বেশ কয়েকজন আপ নেতা লোকসভা ভোটের জন্য কংগ্রেসের সাথে যে কোনও ট্রাকের বিরোধিতা করেছেন।
নয়াদিল্লিতে তৃণমূল সূত্রের দাবি, কংগ্রেস আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা পিছিয়ে দিয়েছে এবং বাস্তবতা স্বীকার না করেই অযৌক্তিক দাবি করেছে। তৃণমূল 'সৌজন্যবশত' আলোচনায় রাজি থাকলেও সমঝোতায় পৌঁছনোর আশা প্রায় নেই বললেই চলে।
তৃণমূল কংগ্রেসকে দুটি লোকসভা আসনের প্রস্তাব দিয়েছে বলে দাবি করে দলের এক প্রবীণ নেতা বলেছেন, মেঘালয় ও অসমে তৃণমূলকে কিছু আসন দিতে রাজি হলে তৃতীয় আসন নিয়ে আলোচনা করতে রাজি তারা।
এনসিপি (শরদ পাওয়ার গোষ্ঠী) বলেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা একটি "কৌশলের" অংশ হতে পারে। ইন্ডিয়া জোট বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরে মনে করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় "বাঘিনীর মতো লড়াই করছেন" এবং তার লড়াই তার রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সহ-দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির আইটি বিভাগের প্রধান অমিত মালব্য বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত মমতা র হতাশার লক্ষণ।

জ্ঞানবাপির সমীক্ষা রিপোর্ট দু'পক্ষকেই দিতে হবে: কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: বারাণসীর জ্ঞানবাপি মসজিদ চত্বরে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার রিপোর্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) কিছুদিন আগে জেলা আদালতে জমা দিয়েছে। বুধবার সেই রিপোর্ট দু পক্ষকে দিতে হবে বলে নির্দেশ দিল বারাণসীর একটি আদালত।
জেলা বিচারক অজয় কৃষ্ণ বিশ্বেশ হিন্দু ও মুসলিম মামলাকারীদের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর এই রায় দেন। এএসআই ইমেইল মারফত রিপোর্ট দেওয়অর কথা বললে কোর্ট জানায় রিপোর্টের সার্টিফায়েড কপি দু'পক্ষকেই দিতে হবে।
হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেন, আদালত এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আদেশ দেওয়ার পরে বিরোধী পক্ষ প্রতিবেদনের সার্টিফায়েড কপির জন্য আবেদন করতে পারে। দু'পক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এএসআই রিপোর্টের সার্টিফায়েড কপি নেওয়ার আগে আদালত তাদের একটি হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যে তারা রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশ করবে না। যদিও হিন্দু ও মুসলিম পক্ষ এএসআইয়ের সমীক্ষা রিপোর্টের প্রতিলিপি চেয়েছে।
এএসআই গত মাসে আদালতে দুটি মুখ বন্ধ খামে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। জ্ঞানবাপি মসজিদ চত্বরের মাটির নিচে কী রয়েছে তা জানার জন্য এএসআই ৪ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া বৈজ্ঞানিক জরিপের সময় ভূমি অনুসন্ধানকারী রাডার এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিল।
এএসআই দলটি 'উজুখানা' (যেখানে মুসলিম মুসল্লিরা নামাজ পড়ার আগে নিজেদের ধোয়ার স্থান) বাদে ভিতরের এবং বাইরের দেওয়ালএবং প্রাঙ্গণের অন্যান্য অংশও সশীক্ষা করেছিল।
এএসআই-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার জন্য বারাণসী আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে মুসলিম মামলাকারীদের দায়ের করা আবেদন এলাহাবাদ হাইকোর্ট খারিজ করার পরে জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা শুরু হয়েছিল।
উল্লেখ্য, রাম মন্দির মামলায় শীর্ষ আদালতের অনুকূল সিদ্ধান্তের পর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির চত্বর গেরুয়া সংগঠনগুলির 'ফিরিয়ে নেওয়ার' জন্য নতুন করে আওয়াজ তোলে। হিন্দুদের দাবি, সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব মন্দিরের একটি অংশ ভেঙে ফেলেছিলেন। মুসলিম পক্ষ দাবি করে, মসজিদটি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের আগে বিদ্যমান ছিল এবং ভূমি রেকর্ডেও এর উল্লেখ রয়েছে।

আলিগড়ের সংখ্যালঘু মর্যাদা কেন্দ্র কেন মানবে না, প্রশ্ন শীর্ষ কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ১৯৮১ সালে সংসদে যে সংশোধনী এনেছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার পাশে না দাঁড়ানোয় বিস্ময় প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির বেঞ্চ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার কাছে জানতে চায়, তিনি ১৯৮১ সালের সংশোধনী মেনে নিয়েছেন কি না। বেঞ্চ প্রশ্ন করে, এটি সংসদের একটি সংশোধনী। সরকার কি মেনে নিচ্ছে? জবাবে তুষার মেহতাকে জানান, আমি মানছি না।
আদালত ২০০৬ সালের এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে এএমইউয়ের আবেদনের তদন্ত করছিল, যেখানে ১৯৮১ সালের সংশোধনীকে অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে এএমইউ আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে সংখ্যালঘু মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। তুষার মেহতার উত্তরে দৃশ্যত বিস্মিত হয়ে বেঞ্চ প্রশ্ন করে, আপনি কীভাবে সংসদের একটি সংশোধনী গ্রহণ করতে পারেন না? সংসদ ভারত সরকারের অধীনে একটি চিরন্তন অবিনশ্বর সংস্থা। যে সরকারই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করুক না কেন, সংসদের উদ্দেশ্য চিরন্তন, অবিভাজ্য এবং অবিনশ্বর।
প্রধান বিচারপতি বলেন, আমি ভারত সরকারকে বলতে শুনি না যে সংসদে যে সংশোধনী এনেছে যা সমর্থন করি না। তিনি মেহতাকে আরও বলেন, আপনাকে এই সংশোধনীর পক্ষে দাঁড়াতে হবে। আপনার কাছে একটি বিকল্প আছে। সংশোধনী পথে যান এবং সংশোধনী আইনটি আবার পরিবর্তন করুন। সলিসিটর জেনারেল বলেন, 'আমি এ বনাম বি নিয়ে তর্ক করছি না। আমি সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে সাংবিধানিক প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। প্রশ্নবিদ্ধ সংশোধনীটি উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জের সাপেক্ষে ছিল। তুষার মেহতা বলেন, কিছুর ভিত্তিতে এটি অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করে একটি রায় রয়েছে। একজন আইন কর্মকর্তা হিসাবে উচ্চ আদালতের রায় সঠিক বলে মনে হওয়া তাঁর অধিকার। তিনি প্রশ্ন তোলেন, জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তা সংসদ করেছে বলেই তা সঠিক হয়েছে বলে কোনও আনইজ্ঞ বলবেন কি না?
বেঞ্চ বলে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত সংস্থা সংসদের হাতে। সংসদ সবসময় বলতে পারে যে জরুরি অবস্থার সময় আমরা যা করেছি তা ভুল ছিল এবং আমরা তা সংশোধন করছি। আবেদনকারীদের মধ্যে অন্যতম আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ওল্ড বয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সওয়াল করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিবাল।
উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করে স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল কোর্সে ৫০ শতাংশ আসন মুসলিম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিল।
২০০৬ সালে কেন্দ্র ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায়। ২০১৬ সালে কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু মর্যাদা স্বীকার করে না এই যুক্তিতে আবেদন থেকে সরে আসে।
২০১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আদালত বিষয়টি সাত বিচারপতির বেঞ্চে পাঠায়। ১৯৮১ সালেও একই ধরনের উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে 'এস আজিজ বাশা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' মামলায় পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেছিল, যেহেতু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তাই এটিকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

এএসআইয়ের দায়িত্বে থাকা বাবরের তৈরি প্রথম মসজিদটি এখন অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে

আস মুহাম্মদ কাইফ ● পানিপথ

আপনজন: সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের স্থানে এখন রাম মন্দির স্থাপিত হয়েছে। বাবর নির্মিত অযোধ্যার বাবরি মসজিদ এখন ইতিহাস। এবার ভারতে বাবরের তৈরি প্রথম মসজিদটিও এখন অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে। মুঘল সম্রাট ভারতে জহির-উদ-দিন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক পানিপথের সানোলি মার্গে প্রথম যে মসজিদটি স্থাপন করা হয়েছিল সেটি কাবুলিবাগ মসজিদ বলে পরিচিত। বাবর ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোধিকে পরাজিত করেন এবং পরবর্তীকালে ১৫২৭ সালে তাঁর স্ত্রী কাবুলি বেগমের নামে এই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। পানিপথের এই ঐতিহাসিক মসজিদটি এখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাদের। বর্তমানে মসজিদটি এখন তালাবন্দি অবস্থায় রয়েছে। সাধারণ মানুষকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই এখানে আর নামাজ পড়া হয় না। বর্তমানে বাবরের নির্মিত এই প্রথম মসজিদের দেওয়ালের আড়ালে মাদকসেবীরা আড্ডা জমাচ্ছে। এ ব্যাপারে পানিপথের বাসিন্দা ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইনাম চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ১৫২৬ সালে বাবর এবং ইব্রাহিম লোধির মধ্যে যুদ্ধের সময় বাবরের স্ত্রী কাবুলি বেগম মারা যান। বাবর এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বাবর তার স্ত্রীর স্মরণে এই কাবুলিবাগ মসজিদটি নির্মাণ করেন। বাবর বাগানের খুব পছন্দ করতেন ও তার স্মৃতিস্তম্ভে অবশ্যই একটি বাগান থাকে। এই মসজিদটি বাগান দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তাই একে কাবুলিবাগ মসজিদ বলা হয়। তবে এখন লোকজন অবৈধ দখল করে বাগান উজাড় করে ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মসজিদটি অসম্মানিত হচ্ছে।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই

মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০৲

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০৲

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০৲
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০৲
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০৲
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০৲
- বজ্রকলম ২৫০৲
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০৲
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০৲
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০৲
- পুস্তক সম্রাট ৯০৲
- অনন্য জীবন ১৫০৲
- মুসাফির ১১০৲
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০৲
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০৲
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০৲
- রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০৲

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

রেলের ভূগর্ভ পথ সম্পূর্ণ করার দাবিতে গণ অবস্থান

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রেলের আণ্ডারপাস নির্মান কার্য্য সম্পূর্ন করার দাবিতে গন অবস্থান বিক্ষোভ ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের। এক বছরেও শেষ হয়নি রেলের আন্ডারপাস। এর ফলে সমস্যায় পাঁচটি পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামবাসী থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এই আন্ডারপাস সম্পূর্ন না হওয়ার ফলে নানান কাজে বাঁকুড়া শহরে যেতে সমস্যায় পড়েছেন ওই সানবাঁধা, বিকনা, নড়রা, সানতোড় ও কোষ্টিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। বাঁকুড়া শহর লাগোয়া ময়রাবাঁধ এলাকায় রেলের আন্ডারপাস নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ এলাকার মানুষের।

গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আরএসপির কৃষক সংগঠন সংযুক্ত কৃষাণ সভার উদ্দ্যোগে মুর্শিদাবাদে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণের দাবীতে জঙ্গীপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে মিছিল করে সেচ দপ্তরের অফিসে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন আরএসপির জেলা সম্পাদক অঞ্জনাভ দত্ত ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নওফেল মহঃ সফিউল্লা। সংযুক্ত কৃষাণ সভার জেলা সম্পাদক সরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের স্মারকলিপি প্রদান করেন।

শীতবস্ত্র বিতরণ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বন্দিশ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে বুধবার দুঃস্থ হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের , বিশেষত মহিলা ও বালিকাদের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দেওয়া হয়। সংস্থাটি ইতিমধ্যে জনকল্যাণমূলক নানা কাজে যুক্ত। বারুইপুরের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম থেকে এদিন দুঃস্থ পরিবারের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

মাদ্রাসা সার্ভিসের পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে, দাবি এসআইওর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা সার্ভিসের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানাল ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া বা এসআইও। বুধবার এসআইও-রপশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের আধিকারিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

উল্লেখ্য আগামী ২৮ শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগের প্রিলিম পরীক্ষা আগেই নির্ধারিত ছিল। একই দিনে WB-MSC TET পরীক্ষার নোটিশ দেয় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। বেশ কিছু সংখ্যক চাকরিপ্রার্থীরা একই সাথে দুটি পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছেন, তাদের পক্ষে একই দিনে দুটি পরীক্ষায় বসা অসম্ভব। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য জনসংযোগ সম্পাদক গাজী তাওফিক ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে আগামী ২৮শে জানুয়ারি প্রাইমারি ও আপর প্রাইমারি অ্যারাবিক ও থিয়োলজি টেট পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে নতুন তারিখে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানান। সেই সাথে বেশ কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীদের দুই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড জমা দেওয়া হয়। এদিন প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন এসআইও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সদস্য সফিকুল ইসলাম

Students Islamic Organisation of India
West Bengal Zone

মন্ডল, এসআইও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সেখ আশরাফুল।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাইদ মামুন এদিন বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের দুটি পর্যদের পরীক্ষা, একটি প্রিলি এবং অন্যটি টেট, কাকতালীয় ভাবে একই দিনে পড়ছে, যা খুবই পরিতাপের বিষয়। সাব ইন্সপেক্টার নিয়োগের প্রিলি পরীক্ষা ইতিপূর্বে ২৮শে জানুয়ারি দিনক্ষণ হিসেবে ঘোষণা করা সত্বেও মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার নেওয়ার মাত্র ১০ দিন আগে এমএসসি টেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেয়। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে এরকম অকস্মাৎ পরীক্ষার দিন ঘোষণা চাকরিপ্রার্থীদের কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং যারা দুটি পরীক্ষায় দিতে ইচ্ছুক তাদের জন্য একটি অযথা বোঝা এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রে অসম্ভব।” তিনি আরও বলেন, বহুদিন ধরে চাকরীর জন্য যে সকল যুবক-যুবতীরা সংগ্রাম করে চলেছে এহেন পরিস্থিতিতে তাদের স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হওয়ার পথে।

কেন্দ্রীয় সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ, ওদের বাক্সটা ফুটো হয়ে যাবে: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ ওদের বাক্সটাও হয়ে যাবে ফুটো। সামাজিক ও মানবিক যা কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা তৃণমূল সরকারি করেছে তা বিশ্বে বিরল । বুধবার বর্ধমানে গোদার মাঠে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনেক গুলি সুবিধা প্রদান, সরকারি প্রকল্প ও শিলান্যাস উদ্বোধন উপলক্ষে বর্ধমান এসে এই কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ।১০০ দিনের কাজে টাকা দেয় না তবুও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষকে চল্লিশ দিনের কাজ দিচ্ছে। কিছু লোকের কাজ হচ্ছে টিভিতে পাউডার মেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমালোচনা করা যখন জিনিসপত্র দাম বাড়ে ,সংখ্যালঘুদের কে পিটিয়ে মারা হয় তখন তারা কোথায় থাকে। জি এস টি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে চলে যাচ্ছে আর রাজ্য সরকারকে কোন কিছু দেয়ার নাম করলেই তাদের লোগো এবং ছবি ব্যবহার করার কথা বলছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন রাজ্যে ৮ কোটি মানুষকে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে আনা হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে মানুষ সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়ে আসছে। রাজ্যে ৩০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়েছে ।মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য

আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যেন নতুন চাকরি পর্থীদের চাকরিতে নিয়োগ দিতে পারেন। শুধু রাম বাম সাম কোর্টে মামলা করে অনেক চাকরি ঝুলিয়ে রেখেছে। পূর্ব বর্ধমানের শহর লাগোয়া গোদা ময়দানে কয়েক লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী অনেকগুলি সরকারি সুবিধা প্রদান বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী শস্য গোলার চাষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা জি আই ট্যাগ পেয়েছে ।আগামী দিনে শক্তিগরের ল্যাংচার জি আই পাবার ব্যবস্থা করতে হবে । ডানকুনি থেকে রঘুনাথ পুর করিডর রাস্তা বানানো হচ্ছে ।এতে লক্ষ লক্ষ ছেলে কাজ পাবে ।রাজ্যে কুটির শিল্পে এক কোটি মানুষ কাজ করেন । পরিযায়ী শ্রমিকদের ডাটা তৈরির করা হয়েছে ।যারা অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে বলে জানান । মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ৪৯১ টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন যার আর্থিক মূল্য ৩৬৫.৪৫কোটি টাকা। ৩৯০ টি রাস্তা যার দূরত্ব ৫১৯ কিলো মিটার ।এর সঙ্গে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টের মেশিন ,বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রাবাস ওই মঞ্চ থেকে উদ্বোধন করেন। এই মঞ্চ থেকে ২০০ ছাত্র ও ২০০ ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল বিল্ডিং ঘোষণা দেন । গোদার ওই মঞ্চ থেকে ৫৪৭টি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন যার আর্থিক মূল্য ৮৩৭ কোটি টাকা। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বর্ধমান আরামবাগ রোড সম্প্রসারণ ।যার জন্য ৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বর্ধমানে এসেন বেলা ১২.৩০ নাগাদ হেলিকপ্টারে। রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী এমপি দুই বর্ধমানের এসপি জেলাশাসক থেকে শুরু করে বহু সরকারি আধিকারিক ও পূর্ব পশ্চিম বর্ধমানের সমস্ত এমএল এরা উপস্থিত হয়েছিলেন। পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদ কাউন্সিলর পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন পৌরসভার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে বহু আধিকারিক উপস্থিত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে প্রশাসনের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয়েছিল। এদিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, মন্ত্রী মলয় ঘটক, মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, সাংসদ সুনীল মন্ডল সহ পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের সরকারী আধিকারিকরা সহ বিধায়ক গণ, দুই জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষগণ সহ আরও অন্যান্য অনেকে।

মমতা ব্যানার্জির আগমনী ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেতাজির মূর্তি স্থাপন হল বহিচাড় স্কুলে

সেক আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকে অবস্থিত বহিচাড় বিপিন শিক্ষানিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হলো দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্ম দিবস।জন্মদিন পালনের পাশাপাশি এদিন নেতাজির আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিদ্যালয়ের জীববিদ্যার সহকারী শিক্ষক অমলকুমার বিজুলির আর্থিক সাহায্যে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক,মুখার্জি কমিশনের সদস্য তথা এস এস কে এম হাসপাতালের চিকিৎসক প্রফেসর ডাঃ মধুসূদন পাল ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড.অনির্বাণ দাস।ডাঃ মধুসূদন পাল এদিন ছাত্র ছাত্রীদের সামনে নেতাজি সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন। অনির্বানবাবু নেতাজি সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি ‘কৃত্রিম মেধা’ নিয়েও আলোচনা করেন।

নুর মহাম্মদ স্মৃতি মুক্ত মঞ্চের শিলান্যাস চাচন্ড বি জে হাইস্কুলে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জের চাচন্ড বি জে হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠানে এসে স্কুলে একটি মুক্ত মঞ্চের শিলান্যাস করলেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান। বুধবার বিকেলে সাড়ে তিনটা নাগাদ চাচন্ড বি জে হাইস্কুল প্রাঙ্গনে নুর মহাম্মদ স্মৃতি মুক্ত মঞ্চ নামে একটি মঞ্চের শিলান্যাস করেন তিনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য তহমিনা বিবি, চাচন্ড বি জে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজাউর রহমান সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ করা যেতে পারে, ৭৫ বছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সামসেরগঞ্জের চাচন্ড বি জে হাইস্কুলে সাড়ম্বরে উদযাপিত হচ্ছে প্ল্যাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার সকালে বিধায়ক আমিরুল ইসলামের হাত দিয়ে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্টজনেরা শামিল হয়েছেন। সামিল হন জঙ্গিপুরের এসডিও একাম জি সিং। পাশাপাশি প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ এলাকার গুনীজনেরা এই অনুষ্ঠানে তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন অনুষ্ঠানে। ছাত্র-ছাত্রীদের অনবদ্য উপস্থাপনা নজর কেড়েছে সকলের। মুকাভিনয় থেকে শুরু করে কৌতুক সহ নিজেদের নানাবিধ প্রতিভা তুলে ধরছেন ছাত্র ছাত্রীরা। প্ল্যাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠানে গুণীজনদের দেওয়া হচ্ছে সম্মাননাও। বুধবার বিকেলে সামসেরগঞ্জের চাচন্ড বি জে হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠানে আসেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান। সেখানেই তিনি স্কুলে নূর মোহাম্মদ স্মৃতি মঞ্চ নামে একটি মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস করেন। এদিন মুক্ত মঞ্চের পাশাপাশি স্কুলের স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয় সাংসদের হাত দিয়ে।

কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও রাম মন্দির নিয়ে সরব তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: রেশন দুর্নীতি কান্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) যখন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সন্দেশখালীর তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে ব্যস্ত তখন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে প্রান্তিক ময়দানে কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা। বুধবার দুপুরে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জিদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত জনসভা থেকে তৃণমূল নেতৃত্বরা ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও তৃণমূল নেতাদের উপর কেন্দ্রীয় বিভিন্ন এজেন্সী দ্বারা কালিমালিপ্ত করার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেন। পাশাপাশি লোকসভা ভোটের আগে দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বহুলালোচিত রাম মন্দিরের উদ্বোধন প্রসঙ্গেও সমালোচনা শোনা যায় তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের মুখে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের কোর কমিটিতে স্থান পাওয়া বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা ও রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস ১৯০৫ সালে সঙ্ঘবদ্ধ বাঙালিদের

বঙ্গভঙ্গ রুখে দেওয়ার মতো দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বর্তমান বাংলায় বিজেপির ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্তকারী এজেন্সির বিরুদ্ধেও সুর চড়ান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। রাজ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি সক্রিয়তা নিয়ে বলতে গিয়ে পার্থ ভৌমিক বলেন ‘রাজ্যের ২১২ জন তৃণমূল বিধায়ককে জেলে ভরে দিলেও তৃণমূলকে দমানো যাবে না’ মন্ত্রীর মতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই যথেষ্ট। রাম মন্দির প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখার সময় পার্থ ভৌমিক বলেন, ‘ভোট পাওয়ার জন্য বিজেপি ভগবানকে ব্যবহার করছেন।’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই রবীন্দ্র-নজরুলের সৌভাতৃত্বের বানীকে পাথেয় করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন বলে মনে করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বিধানসভার সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘ভগবান রামকে সামনে রেখে ভারতবর্ষকে ভাগ করতে চায় বিজেপি, এটা কখনোই কাম্য নয়।’ এদিন তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। জনসভা থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী প্রধানমন্ত্রীকে বাবাজি বলে কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কলাগাছকে প্রার্থী করলেও তিন লক্ষের অধিক ভোটে তৃণমূল জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী নারায়ণ গোস্বামী। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, দেবেশ মন্ডল, ডাঃ সপ্তর্ষী ব্যানার্জী, সুকুমার মাহাতো, ঊষারানী মন্ডল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, তৃণমূল নেতৃত্ব বাদল মিত্র প্রমুখ।

ধর্মীয় রাজনীতির প্রতিবাদে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: রাম মন্দির উদ্বোধনের পরের দিন মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে বিজেপির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির তৃণমূলে যোগদান, বিজেপির সাম্প্রদায়িকতা ,বিভেদ ও ধর্মীয় রাজনীতির প্রতিবাদে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান বলে দাবি তৃণমূলের।

সোমবার ২২ শে জানুয়ারি উদ্বোধন হয়েছে রাম মন্দির। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বধর্ম সমন্বয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সংহতি যাত্রার আয়োজন করেন। আর রাম মন্দির উদ্বোধনের পরের দিনই মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে বিজেপির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যোগদান করলেন তৃণমূলে। তৃণমূল নেতৃত্বে দাবি বিজেপির সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মেরুকরণের প্রতিবাদে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগদান। জানা যায়, নবগ্রামের কিরিটেশ্বরি অঞ্চলের ১৮৪ নম্বর তালা পাহাড় সংসদের জয়ী বিজেপি মেম্বার আদুরী মৃধা মঙ্গলবার নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল এবং নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লার হাত ধরে যোগদান করে তৃণমূল কংগ্রেসে। তিনি বলেন জনগণের কাজ দরকার ,তাই মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন দেখে আমি তৃণমূলে যোগদান করলাম।

উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রণব চন্দ্র দাস সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব ।

ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করার দাবিতে মিছিল আদিবাসীদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করার দাবিতে মালদার জেলাশাসক দপ্তরের সামনে ধরনা আদিবাসীদের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি। আহত এক এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ এক পুলিশ কর্মী। উল্লেখ্য আজ পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া হয়েছিল । প্রায় দু’ঘন্টা শান্তিপূর্ণভাবে বসে থাকার পরও জেলাশাসক দেখা না করায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আদিবাসীরা। এরপর সদর দরজার গেট দিয়ে জেলাশাসকের দপ্তর

প্রবেশের মূল দরজা এসে পৌঁছান তারা। এরপরই শুরু হয় পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি। পরে জেলাশাসক দপ্তরের প্রবেশ এবং বাহির পথ দুই আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আদিবাসীরা। জেলাশাসক দেখা করা না পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলবে বলে জানান সংগঠনের সদস্যরা।

সুন্দরবনের মধু জি আই ট্যাগ পাওয়ায় খুশি মৌলেরা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে সুন্দরনবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও ২৪ পরগনা বন বিভাগের মৌলেরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করতে যান। জয়নগরের মোয়ার পরে এ বার জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা পায় সুন্দরবনের মধু। বছরের শুরুতেই জলপাইগুড়ির কালোনুনিয়া চাল, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানের টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের গরদ এবং কোরিয়াল শাড়ির সঙ্গে জিআই তকমা পেয়েছে সুন্দরবনের মধুও। পুণের একটি সংস্থাকে হারিয়ে এই তকমা মিলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জিআই পোর্টালে সুন্দরবনের মধুর নাম নথিভুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে সুন্দরনবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও ২৪ পরগনা বন বিভাগের মৌলেরা বছরের একটি নির্দিষ্ট

সময়ে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করতে যান। মাসখানেক ধরে জঙ্গলে মৌচাক খুঁজে সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করেন। বন দফতর নির্দিষ্ট দামে তা মৌলেদের থেকে কিনে নেয়। সেই মধুই গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ‘মৌবন’ নামে বাজারজাত করছে। এই মধু বন উন্নয়ন নিগমের বিভিন্ন কটেজ-সহ বন দফতরের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র থেকে বিক্রি করা হয়।কোভিড পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের মধুর চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে।আর এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে মৌলেরা যাতে আরও বেশি মধু সংগ্রহ করতে উৎসাহিত হন, সে কারণে গত মরসুম থেকেই মৌলেদের বাড়তি দাম দিতে শুরু করেছে বন দফতর। গত এপ্রিলে ৭৫টি দল মধু সংগ্রহ অভিযানে গিয়েছিল সুন্দরবনে। ৫৭৬ জন মৌলে এক মাস ধরে দু’দফায় সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করেন। কেজি প্রতি ৪৫-৭০ টাকা করে বাড়তি দাম দেওয়া হয়।

শাহাজাদপুর মাদ্রাসায় আঞ্জুমান ও সমাপনী সভা

জাকির সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর পশ্চিমল্লকের অন্যতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাহাজাদপুর ডাঙ্গাপাড়া দারুল উলুম মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক প্রতিযোগিতামূলক আঞ্জুমান ও সমাপনী সভা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নাতে রাসুল পাঠের মাধ্যমে সভার সূচনা করা হয়। উদ্ভাবনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল জলিল । কেরাত, গজল, কুইজ, বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় বক্তব্যের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি ইসরাফিল কাসেমী। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুফতি শামীম আহমাদ কাসেমী, মুফতি রহুল আমিন, মুফতি আব্দুল মাতিন।উপস্থিত ছিলেন জেলা দ্বীনি তালিম বোর্ড ও অত্র মাদ্রাসার সেক্রেটারি মাওলানা মানোয়ার হোসেন কাসেমী, সভাপতি আব্দুল হামিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে প্রত্যেক বিভাগের প্রথম, দ্বীতিয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

প্রথম নজর

ন্যাটোতে সুইডেনকে নিতে রাজি তুরস্ক, পার্লামেন্টে বিল পাস

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সামরিক জোট ন্যাটোতে সুইডেনকে নিতে চূড়ান্তভাবে রাজি হল তুরস্ক। মঙ্গলবার তুরস্কের পার্লামেন্টে পাস হয়েছে এ সংক্রান্ত একটি বিল। টানা চার ঘণ্টার বিতর্কের পর সুইডেনকে ন্যাটোতে নিতে রাজি হন দেশটির আইনপ্রণেতারা। এর মধ্যে দিয়ে সুইডেনের ন্যাটোতে সদস্য হতে তুরস্কের পক্ষ থেকে এখন বাধা নেই। বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন তুরস্কের ২৮৭ আইনপ্রণেতা। বিপক্ষে ছিলেন ৫৫ জন। আর চারজন আইণপ্রণেতা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এখন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান সই করলে বিলটি আইনে পরিণত হবে। তখন সুইডেনের ন্যাটোর সদস্য হতে তুরস্কের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আর কোনও বাধা থাকবে না। এদিকে, তুরস্কের পার্লামেন্টে ভোটাভুটির পর সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, সামরিক জোটভুক্ত হওয়ার পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল সুইডেন।
উল্লেখ্য, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন ছিল সামরিক নিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে শুরু হওয়া রুশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে দেশ দুটি। এর প্রতিক্রিয়ায় কয়েক দশকের সামরিক নিরপেক্ষতা প্রত্যাহার করে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন। এরপর তারা মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোয় যোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। প্রথমে এই দুই দেশকে ন্যাটোতে নিতে আপত্তি জানিয়েছিল তুরস্ক। তবে কিছু দিন পরই ফিনল্যান্ডের বিষয়ে নমনীয় হয় তুর্কি কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ২০২৩ সালের ৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ করে ফিনল্যান্ড। তবে সুইডেনের উদ্যোগে প্রবল আপত্তি জানায় তুরস্ক। অবশেষে দীর্ঘ ২০ মাস ঝুলে থাকার পর সুইডেনের ব্যাপারেও চূড়ান্তভাবে রাজি হল তুরস্ক।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের ভোটে ট্রাম্প জয়ী

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে অংশ নিতে রিপাবলিকান পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারিতে জয়লাভ করেন সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই জয়ের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে আবার মনোনয়ন পাওয়ার কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন।
আগামী নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেলে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তার সঙ্গে লড়াই হবে বাইডেনের। নিউ হ্যাম্পশায়ারের ভোটে ট্রাম্পের একমাত্র প্রতিপক্ষ হিসেবে লড়াই করেন রিপাবলিকান পার্টির নিকি হ্যালি। সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর হ্যালি নিউ হ্যাম্পশায়ারের ভোটে হেরে গেলেও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।
১৫ জানুয়ারি আইওয়া ককাসের মধ্য দিয়ে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ের প্রথম ধাপ শুরু হয়। আইওয়ায় বড় জয় পান ট্রাম্প।
আইওয়া ককাসে ভরাডুবির পরই রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন-লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক রামাস্বামী। একই সঙ্গে তিনি ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানান।
তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল প্রতিদ্বন্দ্বি রিপাবলিকান নিকি হ্যালির সঙ্গে তার যে ব্যবধান তাতে পরিষ্কারভাবে জয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন তিনি।
এদিকে নিকি হ্যালি অবশ্য বলেছেন, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে লড়াই চালিয়ে যাবেন তিনি।

২০২৩ সালে মসজিদে নববীতে ২৮ কোটির বেশি মুসল্লির সমাগম

আপনজন ডেস্ক: হজ ও ওমরাহ পালনের আগে বা পরে মুসল্লিরা পবিত্র মসজিদে নববীতে যান। ইসলামের দ্বিতীয় এই সম্মানিত স্থানে এসে তাঁরা নামাজ আদায়ের পাশাপাশি প্রিয় নবী (সা.)-এর পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করেন এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। গত এক বছরে ২৮ কোটির বেশি মুসল্লি পবিত্র এই মসজিদ পরিদর্শন করেন। গত ২২ জানুয়ারি সৌদি আরবের সংবাদ সংস্থা এই তথ্য জানায়।
মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের তত্ত্বাবধানকারী জেনারেল অথরিটি এক বিবৃতিতে জানায়, ২০২৩ সালে ২৮ কোটির বেশি মুসল্লি পবিত্র মসজিদে নববী পরিদর্শন করেন। পবিত্র মসজিদে নববীতে আগত মুসল্লি ও দর্শনার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত নিশ্চিত করতে এর তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগ প্রয়োজনীয় সব সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এদিকে গত এক সপ্তাহে পবিত্র মসজিদে নববীতে ৫৮ লাখের বেশি মুসল্লি ও দর্শনার্থী উপস্থিত হয়েছেন। এর মধ্যে এক লাখ ৩০ হাজার ৪০১ জন পুরুষ এবং এক লাখ ১৫ হাজার ৫৫১ জন নারী রয়েছেন।
গত ২৮ জমাদিউস সানি থেকে ৪ রজব পর্যন্ত তাঁরা পবিত্র এই মসজিদে আসেন এবং পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করেন। এ সময় মসজিদের নির্ধারিত স্থানে এক লাখ ২৩ হাজার ২০০ জমজমের পানি প্যাক এবং ৯৯ হাজার ৮৩২টি হালকা খাবার বিতরণ করা হয়।
২০২৩ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করেন, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। এর আগে গত বছরের জুলাইয়ে করোনা-পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মুসলিম হজ পালন করেন। এতে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫ জন অংশ নেন, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯১৫ জন বিদেশি হজযাত্রী ছিলেন।

সশস্ত্র এক ভিক্ষুর কাছে হেরে যাচ্ছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী

আপনজন: মিয়ানমারের একটি জনপ্রিয় পার্বত্য শহর পাইন ও লুইন। শহরটির প্রধান চত্বরে মঙ্গলবার জড়ো হয়েছিল শত শত জনতা। সকলে মূলত জড়ো হয়েছিল একজন সন্ন্যাসীর সম্মোহনী ভাষণ শুনতে। ভাষণ দিতে হাজির হন চশমা পরা এক সন্ন্যাসী। তার নাম পাও কো তাও। উৎসুক জনতার ভীড়ে তিনি বলেন, ডেপুটি জেনারেল সো উইনের হাতে দায়িত্ব দিয়ে দেশটির সামরিক শাসক মিন অং হ্লাইংকে সরে দাঁড়ানো উচিত।
এই ব্যক্তি অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, মিয়ানমারে একটি বিপর্যয়মূলক গৃহযুদ্ধকে উস্কে দিয়েছিলেন, তাকে আন্তর্জাতিক প্রচুর নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং মিয়ানমারের বেশিরভাগ জনগণ তাকে ঘৃণা করে। যদিও এই সমালোচনা অস্বাভাবিক। কারণ এই ভিক্ষু পাও কো তাও বৌদ্ধদের একটি অতি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর অংশ, যারা এখন পর্যন্ত কট্টর সামরিক জান্তার পেছনে আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে জাতিগত বিদ্রোহীদের হাতে সেনাবাহিনীর ধারাবাহিক পরাজয় মিন অং হ্লাইংয়ের একসময়ের উৎসাহদাতাদের পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে।
জনতার উদ্দেশে পাও কো তাও বলেন, 'সো উইনের মুখের দিকে তাকান। এটা একটা সত্যিকারের সৈনিকের মুখ। মিন অং হ্লাইং আর পারছেন না। তার বেসামরিক ভূমিকায় চলে যাওয়া উচিত।'
এটা পরিষ্কার না যে সেনাবাহিনীর কি ধরনের সমর্থন পাচ্ছেন পাও কো তাও। কিন্তু তার মন্তব্য অন্যান্য জান্তা সমর্থকদেরই প্রতিধ্বনি, যারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে ব্যর্থ মিয়ানমারের সামরিক নেতৃত্বের ওপর ক্রমাগত হতাশ হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে বিবিসি বার্মিজকে ইন্টারভিউ দিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন পাও কো তাও। তিনি পাইন ও লুইন এ বক্তৃতার জন্য বেছে নিয়েছেন যাতে এতে বাড়তি মাত্রা যোগ করা যায়। এক সময়ের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এই হিল স্টেশন এখন মর্যাদাপূর্ণ ডিফেন্স সার্ভিস একাডেমি যেখানে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
এই প্রচ্ছন্ন সতর্কতা সামরিক কর্তাদের না বোঝার কথা নয় যে তারা বন্ধুহীন হয়ে পড়েছে। সামরিক বাহিনী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। ১৯৩০ সালের ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৮৮ ও ২০০৭ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বার্মিজ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের রাজনীতি, কর্তৃপক্ষ বিরোধী তৎপরতার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। অনেকে ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেছিলো, কেউ কেউ জান্তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে নিজেদের পোশাক পরিত্যাগ করেছিলো। কিন্তু এদের কেউ কেউ সামরিক জেনারেলদের সঙ্গে কাজ করেছেন, কারণ তারা মনে করেন বৌদ্ধ মতাদর্শ ও বার্মিজ সংস্কৃতি উভয়কেই বাইরের প্রভাব থেকে রক্ষা করা জরুরি। ২০১২ সালে রাখাইন রাজ্যে স্থানীয় বৌদ্ধ ও মুসলিম রোহিঙ্গাদের মধ্যে যে সহিংস সংঘর্ষ হয়, সেখানে জাতি ও ধর্ম রক্ষায় উইরাথু নামের একজন উগ্র বৌদ্ধ ভিক্ষু আন্দোলন গড়ে তোলেন যা 'মা বা থা' নামে পরিচিত ছিল। এই আন্দোলন থেকে মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসা বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। তাদের বক্তব্য ছিল, যে বার্মিজ বৌদ্ধরা মুসলিমদের কারণে ঝুঁকিতে রয়েছে। যদিও এই মুসলিমরা মিয়ানমারের জনসংখ্যার মাত্র আট শতাংশ।

জার্মানিতে রেল ধর্মঘট, ক্ষতি হতে পারে ১০০ কোটি ইউরো

আপনজন ডেস্ক: বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবিতে মোট ৬ দিন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে জার্মানির ট্রেন চালকদের ইউনিয়ন। এক ঘোষণায় ইউনিয়ন জানিয়েছে, বুধবার থেকে সোমবার ৬ দিন যাত্রীবাহী কোনো ট্রেন চলবে না জার্মানিতে।
আর মালবাহী ট্রেনের ক্ষেত্রে ধর্মঘট গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে গেছে। আগামী সোমবার থেকে যাত্রী ও মালবাহী– উভয় ট্রেনই চলবে বলে জানিয়েছেন চালকরা। এদিকে সপ্তাহব্যাপী এই ধর্মঘটে জার্মানিতে অন্তত ১০০ কোটি ইউরোর সমপরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। কারণ, ধর্মঘটের জেরে কেবল যাত্রী পরিষেবাতেই ব্যাঘাত ঘটছে না, সামগ্রিকভাবে জার্মান শিল্পাঞ্চলও ক্ষতির মুখে পড়ছে। দেশটির বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়। এবং শুধু জার্মানি নয়, জার্মান রেলের মাধ্যমে গোটা ইউরোপে শিল্পাঞ্চলের জন্য কাঁচামাল পৌছায় ইউরোপের শিল্পক্ষেত্রের কাঁচামালের ৬০ শতাংশ যায় জার্মান রেলের মাধ্যমে। ফলে ইউরোপের অন্যান্য দেশের কপালেও ভাঁজ পড়েছে। কীভাবে কাঁচামাল পরিবহণ হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ শুরু হয়েছে ইতোমধ্যেই। জার্মান ইকোনমিক রিসার্চের প্রধান মিশেল গ্রোমলিং জানিয়েছেন, ছয়দিনের ধর্মঘটের ফলে সব মিলিয়ে এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) ইউরোর ক্ষতি হবে বলে মনে হচ্ছে। সংখ্যাটি আরো বাড়তে পারে।
অর্থনীতির আরেক বিশেষজ্ঞ হর্গ ক্রেমারের ধারণা, ছয়দিন টানা রেল ধর্মঘটের জন্য বেশ কিছু কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারণ, সময়মতো কাঁচামালের জোগান পাবে না তারা। কারখানা বন্ধ মানে উৎপাদন বন্ধ। এই ক্ষতি এখনই হিসেব করা সম্ভব নয়। দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ইউরো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখছেন ক্রেমার।
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মালবাহী ট্রেন বন্ধ থাকার ফলে শুধু জার্মানি নয়, গোটা ইউরোপে তার প্রভাব পড়বে। জার্মান গাড়ি শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সব মিলিয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির দিকে দেশ এবং ইউরোপকে নিয়ে যাচ্ছে এই ধর্মঘট।
এর আগে জানুয়ারির গোড়ায় তিনদিনের রেল ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেছে রেল ইউনিয়ন। দৈনিক আয় বৃদ্ধির দাবিতে তারা আন্দোলন করছে। তিন দিন ধর্মঘটের পরেও দাবি আদায় হয়নি। তাই এবার দীর্ঘ আন্দোলনের পথে নেমেছেন রেল চালকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানের নতুন যুদ্ধজাহাজ শত্রুদের জন্য সামরিক প্রস্তুতির বার্তা: আইআরজিসি

আপনজন ডেস্ক: ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নৌ শাখার কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল আলী রেজা তাংসিরি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, আইআরজিসি'র নৌ শাখায় সম্প্রতি আবু মাহদি আল-মুহান্দিস নামে নতুন যে অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ যুক্ত হয়েছে সেটি শত্রু দেশগুলোর জন্য ইরানের সামরিক প্রস্তুতির বার্তা বহন করছে। মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) ইরানের আরবি ভাষার স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আল-আলমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। চলতি মাসের প্রথম দিকে জাহাজটি আইআরজিসি'র নৌ শাখায় যুক্ত হয়েছে যাতে অত্যন্ত উন্নতমানের রাডার ফাঁকি দেয়ার প্রযুক্তি রয়েছে। এছাড়া ২০০০ নটিক্যাল মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে এই জাহাজটিকে কেউ সনাক্ত করতে পারবে না। জাহাজটি একটানা ১৪ দিন চলতে পারে।
আইআরজিসি'র এ সামরিক কমান্ডার বলেন, আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত এবং সব সময় প্রস্তুত থাকবো।

স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধ ও ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের শর্তে ছাড় নয়: হামাস

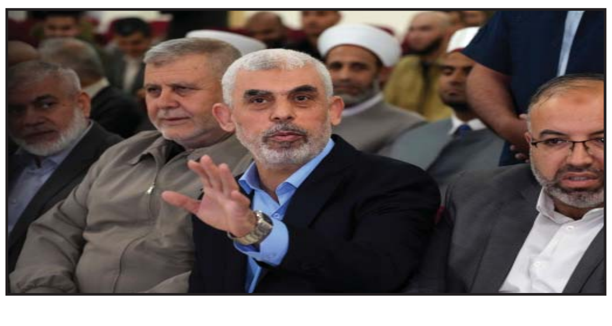

আপনজন ডেস্ক: দুই মাসের যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে গাজায় আটক ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাস।
দখলদার ইসরায়েল সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল যে, গাজায় দুই মাস আগ্রাসন বন্ধ থাকবে এবং এই সময়ে ইসরায়েলি কারাগারে আটক কিছু ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলি পণবন্দিদের ছেড়ে দেবে হামাস।
কিন্তু গাজা নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠনটি কঠোর ভাষায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির আলোচনায় অন্যতম মধ্যস্থতাকারী মিশরের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা একথা জানিয়েছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-কে বলেছেন, ওই দুই মাস সময়ের মধ্যে হামাস নেতাদেরকে গাজা ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার যে প্রস্তাব তেল আবিব দিয়েছিল তাও প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস।
সংগঠনটি বলেছে, পণবন্দিদের মুক্ত করতে হলে ইসরায়েলকে গাজা উপত্যকা থেকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে তাদের ঘরবাড়িতে ফিরে যেতে দিতে হবে। ইসরায়েলের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারসহ অন্যান্য হামাস নেতাকে গাজা থেকে ভিন্ন কোনো দেশে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে। অথচ যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েলি যুদ্ধমন্ত্রী বলেছিলেন, সিনওয়ার এখন একজন মৃত ব্যক্তি যিনি টানেলের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। এই বক্তব্যের মাধ্যমে গ্যালান্ট বুঝিয়েছিলেন, সিনওয়ারকে হত্যা করা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু সে হুমকির পর ১১০ দিন পেরিয়ে গেলেও সিনওয়ারের অবস্থান এখন শনাক্তই করতে পারেনি তেল আবিব।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৫ মি.

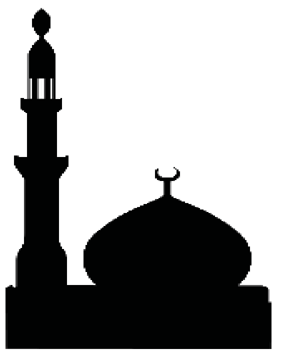

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৭
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৩.৪৪	
মাগরিব	৫.২৫	
এশা	৬.৩৭	
তাহাজ্জুদ	১১.১০	

৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো চিলি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলিতে ৫ দশমিক ৩ মাত্রার এক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। বুধবার (২৪ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৫ মিনিটের দিকে দেশটির আতাকামা মরুভূমিতে অবস্থিত কালামা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরের তারাপাকা অঞ্চলে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূতাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থা ইউরো-মেডিটারেনিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার বলছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১১৮ কিলোমিটার গভীরে।

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

আপনজন ডেস্ক: মানবিক কারণে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। মঙ্গলবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি। এ সময় ইসরায়েলের আশদোদ বন্দর হয়ে গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ফের চালু করার দাবি জানান গুতেরেস। আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, আমাদের (জাতিসংঘে সহায়তাকারীদের) গাজার উত্তরাঞ্চলে প্রবেশাধিকার দরকার। জানুয়ারি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে গাজার উত্তরাঞ্চলে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেয়ার ২৯টি অভিযান (মিশন) পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এরমধ্যে মাত্র সাতটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে শেষ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সামরিক অভিযানের সময় আটক ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলি বাহিনীর সদস্যরা অমানবিক আচরণ করেছেন। এমন প্রতিবেদন আমাকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। এদিকে, গাজায় চলমান হামলা এবং প্রাণহানির ঘটনায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে শুনানি চলছে। সেই সঙ্গে যুদ্ধবিরতি কার্যকরে ইসরায়েলের প্রতি আন্তর্জাতিক চাপ বেড়েছে। তবে আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যেই অন্তত দুই মাসের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল ইসরায়েল, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করে হামাস স্থায়ী যুদ্ধবিরতির ওপর জোর দিয়েছে।

হুতিদের সঙ্গে সংঘাত চায় না যুক্তরাজ্য: ঋষি সুনাক

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে হুতি যোদ্ধাদের ধারাবাহিক হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যসহ জোটবদ্ধ হয় বেশ কয়েকটি দেশ। পরে এ বছরের প্রথম দিকে ইয়েমেনে টানা হুতিদের স্থাপনায় যৌথভাবে হামলা চালায় জোটটি। তবে এসব হামলার পরও হুতিদের দমাতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য। সম্প্রতি সে কথা স্বীকারও করে নেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
এবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক সেদেশের এমপিদের বলেছেন, যদি গোষ্ঠীটি লোহিত সাগরে হামলা অব্যাহত রাখে তবে ইয়েমেনে হুতিদের লক্ষ্যবস্তুগুলোর বিরুদ্ধে আরও সামরিক পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবে না যুক্তরাজ্য। এসময় তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষের চেষ্টা করছে না, তবে আত্মরক্ষায় কাজ চালিয়ে যাবে।
সুনাক এমন সময় এ কথা বললেন যখন দ্বিতীয় দফায় সোমবার গভীর রাতে ইয়েমেনে হুতিদের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে নতুন করে যৌথ বিমান হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন জানায়, হুতি গোষ্ঠীর ওপর সোমবারের এই হামলায় আটটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ সাইট এবং হুতি ক্ষেপণাস্ত্র ও নজরদারি সক্ষমতাও রয়েছে। হামলায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ যত্ন নেয়া হয়েছিল জানিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানানা, হামলার ফলে কোনো বেসামরিক লোক মারা যায়নি।

মঙ্গোলিয়ায় গ্যাসবাহী ট্রাকের সঙ্গে প্রাইভেটকারের সংঘর্ষ, নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটরে একটি তরল প্রাকৃতিক গ্যাসবাহী (এলএনজি) ট্রাকের সঙ্গে একটি প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে ছয়জন মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৪ জন। বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি।
মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর মঙ্গোলিয়ায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত রিচার্ড বাউগান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মঙ্গোলিয়ার জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (নেমা) তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে জানায়, ৬০ টন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বহনকারী একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি প্রাইভেটকারের সংঘর্ষ হয়। এতে বিস্ফোরণ ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। নেমার বিবৃতিতে বলা হয়, বিস্ফোরণের আগুনে পুড়ে তিনজন মারা গেছেন। পরে উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে আরো তিনজন অগ্নিনির্বাপন কর্মীও মারা যান। এছাড়া আরও ১৪ জনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জনের শরীর আগুনে পুড়ে গেছে। বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে চার শিশু। বিবৃতিতে আরো জানানো হয়, উদ্ধারকর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ৯ মাঘ ১৪৩০, ১২ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

আশঙ্কা

করোনা মহামারির কথা আমরা যখন ভুলিতে বসিয়াছি, তখন সারা পৃথিবীতে আবার করোনার সংক্রমণ বাড়িতেছে বলিয়া কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বলিয়া জানা যায়। যদিও তাহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং আবার ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা তেমন একটা নাই। করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং ইহার আরো উন্নত সংস্করণের সহজলভ্যতা এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু করোনার উত্পত্তিস্থল চীনে নূতন করিয়া যে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের কপালে ভাঁজ বাড়িতেছে বইকি। শুধু তাহাই নহে, গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু (ডব্লিউএইচও) স্বয়ং এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। করোনার বেলায়ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রতিবেদন ছাপানো হইয়াছিল শুরুর দিকেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল, এমনকি কোনো কোনো উন্নত দেশও এই বিষয়টি আমলে না নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়া যায়। এইবারও কি আমরা অবহেলা ও অসতর্কতার পরিচয় দিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিব?

চীনের নূতন ভাইরাসের এই সংক্রমণকে অজানা নিউমোনিয়া হিসাবে দেখানো হইতেছে। এমনিতেই করোনা মহামারির ধাক্কা আমরা এখনো কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মারাত্মকভাবে। এখন আবার এই নূতন আপদ ও বিপদে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা দেখা দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, অজানা ও রহস্যজনক এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে বেইজিং ও লিয়াওনিংয়ের শত শত শিশু। হাসপাতালগুলিতে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা নাগরিকদের শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ঝুঁকি কমাইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছে। অনেক তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাইতেছে না। তবে পরিস্থিতি যাহাই হউক, বাংলাদেশকে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরগুলিতে এখন হইতেই নজরদারি বৃদ্ধি করিবার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হইবে। কথায় বলে, সাবধানের মাইর নাই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ইহাই সবচাইতে জরুরি কর্তব্য। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধিরা সেই দেশটিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, আগের তিন বত্সরের একই সময়ের তুলনায় চীনের উত্তরাঞ্চলে অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা বাড়িয়া গিয়াছে আশঙ্কাজনকভাবে। এখানকার শিশুদের মধ্যে ইহার আগে নির্ণয় করা হয় নাই, এমন নিউমোনিয়ার ক্লাস্টার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হইল, শ্বাসকষ্টের অসুস্থতার স্পাইকটি কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ তুলিয়া নেওয়া এবং পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়িতে পারে। এমন মুহূর্তে প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং চিকিত্সাবিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক বাড়ানো উচিত, যাহাতে দ্রুত এই ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সারস-কোভ-২, আরএসভি ও মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াসহ পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও তাহা মোকাবিলায় বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির কারণে আবার মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের তাগিদ আমরা অনুভব করিতেছি। চীনের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। যাহারা অসুস্থ তাহাদের হইতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। ইহা ছাড়া আবার নিয়মিত হস্ত ধৌত করিবার অভ্যাস আমাদের রপ্ত করিতে হইবে। চীনের নূতন ভাইরাস সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটন ও সেই অনুযায়ী নূতন টিকার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এখনই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

• • • • • • • • • • • •

ভূরাজনীতির পুনর্গঠনে ডোনাল্ড ট্রাম্প

ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন মেয়াদে ক্ষমতায় এলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও এ কারণে যুদ্ধের হিসাব কষছেন নতুন সমীকরণের আলোকে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউক্রেন যুদ্ধে একধরনের ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। যুদ্ধে অচলাবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে বলতে হবে। যুদ্ধ শেষ করার প্রশ্নে পুতিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বাড়ছে জল্পনাকল্পনা। এক বক্তৃতায় ট্রাম্প বলেছেন, 'মাত্র এক দিনের মধ্যেই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া যায়।' ট্রাম্পের এ ধরনের কথা যুদ্ধের ময়দানকেই কেবল নয়, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অঙ্গনকেও প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। লিখেছেন **গ্রাহাম অ্যালিসন**।

২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চরম বেকায়দায় ফেলা আর্থিক সংকটের কথা মনে আছে নিশ্চয়? আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগেকার সেই মহামন্দার সময় টালমাটাল হয়ে পড়া মার্কিন অর্থনীতির হাল ধরেন ফেডারেল রিজার্ভের তত্কালীন চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রিন্সপ্যান। খাদের কিনারা থেকে আমেরিকার অর্থব্যবস্থা টেনে তুলে 'ত্রাতা' উপাধিতে ভূষিত হন এই প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ। ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ফেডের চেয়ারম্যান থাকাকালে গ্রিন্সপ্যান মার্কিন অর্থনীতিতে রাখেন অসামান্য অবদান। তার সময়ে অর্থনীতির গতি ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত হয়, যেখানে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় ছিল মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আর্থিক বাজার ঢেলে সাজাতে গ্রিন্সপ্যান যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, তা 'ফেড পুট' নামে পরিচিতি। ফেড পুটের কার্যকাররিতা এতটাই ফলপ্রসু ছিল যে, তা বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক আস্থা অর্জন করে। ফেড পুটের ওপর ভর করেই একটা সময়ে আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠে আমেরিকা। মহামন্দার হাত থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে মার্কিন ট্রেজারি এ অবদান রেখেছিল, যার নেপথ্যে ছিল গ্রিন্সপ্যানের 'ফেড পুট' সিস্টেম।

গ্রিন্সপ্যানের ফেড পুটের কথা কেন বলছি? বলছি এই কারণে যে, আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, আমেরিকার অর্থনীতি ঘিরে শঙ্কা ততই বাড়ছে! ২০২৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ঘিরে ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে হাঁটছে বলে মনে হচ্ছে। নির্বাচন ঘিরে বিশ্বনেতারা এখন থেকেই চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন। আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ক্ষমতায় এলে হোয়াইট হাউজের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির হিসাবনিকাশে নানা পরিবর্তন আসতে পারে। বিশ্বনেতাদের 'নতুন চিন্তাভাবনা' মূলত সে কারণেই।

বিশ্বনেতাদের ধারণা, আসছে নির্বাচনে ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে তিনি হয়তো 'ট্রাম্প পুট' নীতির ভিত্তিতে কাজ করবেন! সেক্ষেত্রে আগামী এক বছর পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে ভালো ভালো চুক্তি করতে হলে এখন থেকেই বুঝেশুনে পা ফেলতে হবে বলে মনে করছে সরকারগুলো।

বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে একধরনের মন্দাভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এর কারণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান যুদ্ধবিগ্রহ। ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধের পর অতি সম্প্রতি ইরান-পাকিস্তান সংঘর্ষসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। এসব যুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে অচলাবস্থা চলছে,

তার শুরুটা হয় মূলত ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এ কারণে ইউক্রেন যুদ্ধের দিকেই তাকিয়ে আছে বিশ্ব অর্থনীতি। এই যুদ্ধ বন্ধ হওয়া-না হওয়ার ওপরেই নির্ভর করছে বড় ধরনের হিসাবনিকাশ। ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন মেয়াদে ক্ষমতায় এলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও এ কারণে যুদ্ধের হিসাব কষছেন নতুন সমীকরণের আলোকে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউক্রেন যুদ্ধে একধরনের ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। যুদ্ধে অচলাবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে বলতে হবে। যুদ্ধ শেষ করার প্রশ্নে পুতিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বাড়ছে জল্পনাকল্পনা। এক বক্তৃতায় ট্রাম্প বলেছেন, 'মাত্র এক দিনের মধ্যেই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া যায়।' ট্রাম্পের এ ধরনের কথা যুদ্ধের ময়দানকেই কেবল নয়, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অঙ্গনকেও প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে বলব, আর কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে না ইউক্রেনকে। কাজেই আপনাকে চুক্তি করার পথে হাঁটতে হবে অবধারিতভাবে।' ট্রাম্পের এজাতীয় কথা নিছক কথার কথা হলেও এর একটা তাত্পর্য রয়েছে বইকি। রুশ প্রেসিডেন্ট হয়তো এ কারণেই অপেক্ষা করে আছেন ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য। এক দিনের ব্যবধানেই যদি যুদ্ধ বন্ধ করা যায়, তবে অহেতুক অর্থ ব্যয় করে লাভ কী—পুতিনের ভাবনা সম্ভবত এরকমটাই।

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে ন্যাটোর জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা এখনো দূর করা যায়নি। ন্যাটোর নিয়ম অনুযায়ী, এই জোটের কোনো একটি সদস্যের ওপর আক্রমণ হলে তা জোটভুক্ত সব দেশের ওপর আক্রমণের শামিল হিসেবে গণ্য হবে। ট্রাম্প বরাবরই ন্যাটোকে শক্তিশালী করা বা এর সম্প্রসারণের বিপক্ষে। এই অর্থে, ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার অর্থ হচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধের সব হিসাবনিকাশ পালটে যাওয়া। মূলত এ কারণেই বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করে চলেছে দেশগুলো।

ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে ফিরতে পারেন—এমন চিন্তা থেকে বিশ্বনেতারা আসলেই নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। এর প্রভাব লক্ষ করা গেছে সম্প্রতি দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত কপ২৮ জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনেও। কপ২৮ সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বের হয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। এ নিয়েও মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে। কারণ তেল, গ্যাস ও কয়লার প্রধান উত্পাদক ও ভোক্তা দেশগুলো এসবের ব্যবহার বাড়াচ্ছে বই কমাচ্ছে না। ফলে এই খাতে বিনিয়োগও ওঠানামা করছে।

বিশ্বের বৃহত্তম তেল উত্পাদনকারী দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত এক দশক ধরে বার্ষিক উত্পাদন ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়িয়ে আসছে দেশটি। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালে উত্পাদনের নতুন রেকর্ড গড়েছে ওয়াশিংটন। অন্যদিকে, গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হচ্ছে ভারত। সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশ্নে বেশ উন্নতি করেছে। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের প্রশ্নে দেশটির অবস্থান ওপরের দিকেই দেখা যাচ্ছে। একই অবস্থা চীনেরও। নবায়নযোগ্য শক্তির বদলে কালো ধোঁয়া নির্গমনই দেশটিতে বেশি চোখে পড়ে। কয়লা উত্পাদন ও ব্যবহারে এক নম্বরে অবস্থান করছে বেইজিং। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ২০২৩ সালে বেশি সৌর প্যানেল স্থাপন করেছে চীন। তবে পিছিয়ে নেই নতুন কয়লা প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রেও। বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ছয় গুণ বেশি কয়লা প্ল্যান্ট তৈরি করছে দেশটি।

এই যখন অবস্থা, তখন বিশ্বনেতারা বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারছেন, ট্রাম্প যদি আবারও ফিরে আসেন, তাহলে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা নতুন মোড় নেবে। এর কারণ জলবায়ু তহবিল এবং এই খাতে বিনিয়োগকে আদৌ পাত্তা দিতে চান না তিনি।

ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায়ও নতুন পরিবেশ বিরাজ করবে। ট্রাম্পের আগের সময়কার অবস্থা বিবেচনায় এক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলাই বেশি হবে বলে মনে করা হয়। মনে থাকার কথা, ২০১৭ সালে অফিসের প্রথম দিনেই ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ বাণিজ্য চুক্তি থেকে বের হয়ে যান ট্রাম্প। পরের সপ্তাহগুলোতে এর রেশ বয়ে যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলোতে। এসব ক্ষেত্রে আলোচনা রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সব থেকে বড় ব্যাপার হয়ে ওঠে চীনা পণ্যের ওপর 'মার্কিন শুল্ক আরোপ'। ৩০০ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের চীনা পণ্য আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে বসেন ট্রাম্প।

নতুন করে ক্ষমতায় এলে চীনের পণ্যের ওপর আবারও নতুন করে শুল্ক বসাবেন ট্রাম্প। ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান বাণিজ্য উপদেষ্টা রবার্ট লাইথাইজারের সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'নো ট্রেড ইজ ফ্রি' বইতে সেরকমটাই আভাস পাওয়া যায়। এই বইয়ে বলা হয়েছে, শুল্ক আরোপের প্রশ্নে দ্বিতীয় মেয়াদ আরো আগ্রাসি হবেন ট্রাম্প। বাস্তবতাও বলে সে কথাই। নির্বাচনি প্রচারণায় ট্রাম্প নিজেকে 'ট্যারিফ ম্যান' হিসেবে অভিহিত করছেন বারবার। বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য বা সেবা আমদানির ওপর ১০ শতাংশ হারে সার্বজনীন শুল্ক আরোপ করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। তার পরিষ্কার কথা, 'চোখের বদলে চোখ, শুল্কের বদলে শুল্ক'।

বাইডেন প্রশাসন এশিয়া-প্যাসিফিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সহযোগিতা চুক্তি বজায় রেখে চলেছেন। এতে করে ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক কাঠামো সমৃদ্ধ হয়েছে বলে মনে করে বাইডেন প্রশাসন। তবে ট্রাম্প হাঁটতে চান ভিন্ন পথ ধরে। তার ভাষায়, 'প্রথম দিনেই এই সংস্কৃতি বাদ দেওয়া হবে।' ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্ত এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর বাণিজ্যে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলে দেবে।

ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, নতুন মেয়াদে ক্ষমতায় এলে তার প্রশাসন প্রথম দিন থেকেই কাজে হাত দেবে। এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে সীমান্ত বন্ধ করা। বর্তমানে দৈনিক ১০ হাজারেরও বেশি বিদেশি নাগরিক মেক্সিকো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকছে। বাইডেন প্রশাসন চেষ্টার ত্রুটি না রাখা সত্ত্বেও এটা আটকাতে পারছে না। অন্যদিকে, ট্রাম্প সীমান্ত একদম সিল করে দেওয়ার মিশনের কথা বলছেন। বিশ্বরাজনীতির পাশাপাশি এর একটা প্রভাব যে অর্থনৈতিক অঙ্গনকেও ছুঁয়ে যাবে, তা বলাই বাহুল্য।

ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারণা জুড়ে থাকছে ইসরাইল ও ইউক্রেনকে অর্থসহায়তার প্রসঙ্গও। এসব দেশকে নতুন করে আর্থিক সহায়তা করা হবে না বলে ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন। আমেরিকার অন্যতম মিত্র এই দুই দেশকে অর্থসহায়তা বন্ধ করে দিলে যুদ্ধ নুতন মোড় নেবে। সেক্ষেত্রে ব্লকের রাজনীতির চেহারাও পালটে যাবে, যার একটা ঢেউ বয়ে যাবে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে।

যাহোক, নতুন মেয়াদে আরো চার বছর মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসলে ট্রাম্প প্রশাসনের হাত ধরে বিশ্বরাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন চোখে পড়বে। পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও। এসব বিষয় মাথায় রেখেই নিজেদের নীতি ও পলিসি ধরে এগোচ্ছে বিভিন্ন দেশ। সব মিলিয়ে একধরনের ভয়, অবিশ্বাস ও আশার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিশ্বরাজনীতি।

লেখক : হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের সরকার বিভাগের অধ্যাপক ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে ভাষান্তর:

সরাফ আহমেদ

নাৎসিদের উত্থান: জামার্নির রাজনীতি পাল্টে যাচ্ছে কি

জার্মানির ছোট-বড় সব শহরে গত সপ্তাহ থেকে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করছে। তাদের দাবি, চরম রক্ষণশীল নাৎসিবাদী অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এএফডি বা অলটারনেটিভ ফর জার্মানি, আর নাৎসি হিটলারের এনএসডিএপি দলটির নাম ও নীতির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

হিটলারের পতন ঘটেছে সেই ১৯৪৫ সালে। তবে তাঁর নাৎসিবাদী চিন্তাচেতনার ভূত বারবার ফিরে আসছে জার্মান রাজনীতিতে। ২০১৩ সালে গঠিত অলটারনেটিভ ফর জার্মানি বা জার্মানির জন্য বিকল্প দলটির কার্যক্রম ক্রমেই জার্মানির মূল ধারার রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তুলছে।

১০ জানুয়ারি বার্লিনের অনতিদূরে পটসডাম শহরের একটি হোটেলে ডানপন্থী কট্টরবাদীদের একটি গোপন বৈঠকের কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই জার্মানিজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। জার্মানির টাজ পত্রিকাটি জানিয়েছে, এই গোপন বৈঠকে ভবিষ্যতে তাদের রাজনীতির নীতিনির্ধারণ, আর্থিক বিষয়সহ বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে অলটারনেটিভ ফর জার্মানির রাজনীতিবিদ ও তাঁদের প্রতি সহনশীল ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এবং অস্ট্রিয়ার ডানপন্থী আইডেনটিটি মুভমেন্টের সাবেক প্রধান মার্টিন সেলনারসহ বেশ কিছু নাৎসি মূল্যবোধের ধারক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ষড়যন্ত্রমূলক এ বৈঠকের মূল বিষয় ছিল জার্মানি থেকে লাখ লাখ অভিবাসীকে বিতাড়িত করার উপায় খোঁজা। হিটলারের দলও ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় এসে এই গণনির্বাসনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছিল।

যাঁদের অভিবাসনের ইতিহাস আছে, যাঁর গায়ের রং শ্বেতাঙ্গ নয়, যাঁরা উদ্বাস্তুদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, জার্মান সমাজব্যবস্থায় যেসব অভিবাসীরা নিজেদের মিশিয়ে নিতে পারছেন না, তাঁদের জার্মানি থেকে নির্বাসিত করার বিষয়ে হিটলারের অনুসারী এএফডি দল আলোচনা করেছে।

এ ঘটনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরো এএফডি দলটির ভয়ংকর চেহারা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সবাই বুঝতে পারছে, দলটি আবারও জার্মানিতে জাতিগত জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিতে চায়।

তাদের এই অমানবিক ও সংবিধানবিরোধী মনোভাব জার্মানিকে নতুন করে হুমকির মুখে ফেলেছে। জার্মানির গবেষণা পোর্টাল গোপন বৈঠকের তথ্য উন্মোচন করে বলেছে, এএফডির নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদদের এ পরিকল্পনা হিটলারের দলটির মতোই সুস্পষ্ট ও সমান্তরাল। নেতৃস্থানীয় এএফডি রাজনীতিবিদের এই গোপন বৈঠকে জার্মানি থেকে গণনির্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেমনটি করেছিল হিটলারের এনএসডিএপি দলটি।

একই সময়ে একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এএফডি দলটি আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় জার্মানির পূর্বাঞ্চলে তিনটি রাজ্য—থুরিংগিয়া, স্যাক্সনি ও ব্র্যান্ডেনবার্গ রাজ্যসভার নির্বাচনে অন্য সব দলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। রাজ্য তিনটিতে তাদের সরকার গঠন করা বা গঠনে অন্যতম সহায়ক শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া না।

এ বৈঠকের কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই প্রথমে বার্লিন ও পটসডাম শহরে, পরবর্তীকালে জার্মানিজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। 'গণতন্ত্র রক্ষা করুন' স্লোগান দিয়ে ১৩ জানুয়ারি বার্লিন গেটে বিশাল

বিক্ষোভ হয়। একই দিনে পটসডাম শহরে বিক্ষোভ হয়। সেখানে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক অংশ নিয়েছেন। এ মুহূর্তে দেশজুড়ে রক্ষণশীল নাৎসিবাদী দলটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় বইছে।

বিক্ষোভকারীরা বলছেন, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আমাদের এখনই লড়াই করতে হবে এবং আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে দলটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে।'

জার্মানিজুড়ে বিক্ষোভকারীরা ও শীর্ষস্থানীয় মূলধারার রাজনীতিবিদেরা ডানপন্থী পপুলিস্ট দল অলটারনেটিভ ফর জার্মানিকে নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন। তবে এ ধরনের দলকে সহসা নিষিদ্ধ করা জার্মান শাসনতান্ত্রিক ধারা অনুযায়ী একটি জটিল বিষয়।

অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটি জার্মান পার্লামেন্টের নির্বাচনে ২০১৩ সালের নির্বাচনে জার্মান সংসদে কোনো আসন না পেলেও ১৯১৭ সালের নির্বাচনে ৯১টি এবং ২০২১ সালের নির্বাচনে ৭৯ আসন নিয়ে জার্মান সংসদে নিজেদের ভিত্তি রচনা করে নিয়েছে। এ ছাড়া জার্মানির ১৬টি রাজ্যের ১১টি রাজ্য সংসদে তাদের অবস্থান রয়েছে।

জার্মানির সুপরিচিত সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটির ওপর নিষেধাজ্ঞা একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। কারণ, জার্মান সংবিধান সুরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ আদালত দলটিকে ডানপন্থী দল হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করলেও নিষিদ্ধ করার মতো যথেষ্ট আলামত তাদের হাতে নেই। আর আদালতে গিয়ে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে রায় না পেলে দলটির জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। তবে নিষিদ্ধ করার জন্য জার্মানির সব গণতান্ত্রিক দলকে অবশ্যই অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, যা এখনো হয়নি। জার্মান জাতীয় সংসদ বা বুন্ডেশটাগ, জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষ বা বুন্ডেশরাট ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করতে হবে।

এরপর জার্মানির সর্বোচ্চ সাংবিধানিক বা বিচারিক আদালত সিদ্ধান্ত নেবেন, অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটি নিষিদ্ধ করা যায় কি না! জার্মানিতে রাজনৈতিক দল নিষেধাজ্ঞা নীতির বিষয়ে বিশ্লেষণ করে সাংবিধানিক আইনজীবীরা বলেছেন, এখন পর্যন্ত এএফডি দলটি নিষিদ্ধ করার মতো যথেষ্ট আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠেনি।

এত গেল আইন-আদালতের বিষয়। কিন্তু জার্মানির বিষয়টি ভিন্ন। যে দেশে অনটন নেই, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, গৃহায়ণের সমস্যা নেই, সে দেশে ক্রমশই বর্ণবাদীদের উত্থান আর আস্ফালন বিস্ময়কর। ইউরোপের দেশে দেশে বর্ণবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদীদের হত্যা হামলা ক্রমশই বাড়ছে, তবে জার্মানির বিষয়টি ভিন্ন। যারা দুটি বিশ্বযুদ্ধ করে পরাস্ত হয়েছে, তাদের সেই অপরাধবোধ বা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার সেই দায়বদ্ধতা কোথায়!

১৯৩৯ সালে জার্মানির কট্টর বর্ণবাদী নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিলেন। হিটলারের ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির নিজস্ব এসএস গোয়েন্দা বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নির্মম ও ত্রাস হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। এই বাহিনী অন্য বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা বা ভিন্ন ধারার রাজনীতিকদের নির্মমভাবে অত্যাচার বা হত্যা করতেন।

জার্মানির সাম্প্রতিক নানা ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, অর্থনৈতিক সংকট হলেই যে উগ্র লোকরঞ্জনবাদের প্রাদুর্ভাব হবে, তা ঠিক নয়। এ ধারণা এখন বদলে গেছে।

অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর দেশগুলোতেও এর প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। এখনকার জার্মানি বা ইউরোপের জাতীয়তাবাদী নেতারা সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য, জাতিসত্তা, অভিবাসী, সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম ধর্মের ধুয়া তুলে জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন।

এ ছাড়া জার্মানির বর্তমান জোট সরকারও জার্মান জনগণের কাছে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। অভিবাসী বিষয়ে মূলধারার দলগুলোর দোদুল্যমান রাজনীতি জার্মানিতে নাৎসিদের নতুন করে উত্থানে সহায়ক হচ্ছে। এখন কট্টরবাদীরা জার্মানির মাটিতে যা ঘটাচ্ছে, তা রুখতে জার্মানির রাজনীতিতে নতুন ভাবনার সময় এসেছে।

সৌ: প্র আ:

প্রথম নজর

শিবিরে হাজির অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের সচিব

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: সমস্যা-সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে এসে তপসিলি জাতির তিনজন উপভোক্তার হাতে শংসাপত্র তুলে দিলেন রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের সচিব সঞ্জয় বনসল।মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের হাটগাছা-২ নম্বর অঞ্চলের একাধিক ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সচিব সঞ্জয় বনসল।সচিব-কে সামনে পেয়ে ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে রাত কাটানোর কথা শোনালেন,বললেন স্যার দেখুন এখনও পর্যন্ত ঘরের টাকা না ঢোকাই এইভাবেই দিন কাটাচ্ছি!সামনে বর্ষা আসছে কোথায় যাবো একটু দেখুন স্যার!আরও একজন এসে ১০০ দিনের কাজের টাকা না পাওয়ার কথা বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন!বললেন যদি পরিশ্রমের টাকা না পাওয়া যায় স্যার তাহলে পরিবার নিয়ে রাস্তায় বসতে হবে স্যার,একটু দেখুন!
প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী-র বৈঠকের ৩৩ দিনের মাথায় হল কেন্দ্র ও রাজ্য সচিব পর্যায়ের বৈঠক।মূল বিষয়ই ছিল,২০২২ সালের ৯ মার্চ থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার।নারেগা,প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা,ন্যাশনাল হেলথ মিলনের মতো প্রকল্পে ১ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকা বেশি বকেয়া। সূত্রের খবর,এদিনের এই বৈঠকের প্রতিটি ক্ষেত্র ধরে ধরে রাজ্যের প্রতিনিধিদের কথা ধরে শুনেছেন। তেমনি এদিকে উলুবেড়িয়ার বাড়বেড়িয়াতেও "সমস্যা-সমাধান জনসংযোগ" কর্মসূচি-তে এসে সাধারণ মানুষের কথা শুনলেন এবং দ্রুত সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন সঞ্জয় বনসলরাজ্যের সচিব(অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর)।শিবিরের কাজকর্ম দেখে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সচিব।ক্যাম্প প্রসঙ্গে বিডিও রিয়াজুল হক জানান,এদিনের এই শিবিরে আবাস যোজনার বাড়ির জন্য ৭৮,১৮টি বার্ধক্য ভাতা,২০টি বিধবা ভাতা,২ টি আইডিএস মেরামত,৫টি শৌচালয়,২ টি রাস্তা,১টি স্বাস্থ্যসাথী,১টি পানীয় জলের কল ও ২৬টি একশো দিনের কাজের অভিযোগ জমা পড়েছে।
এছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,হাওড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক আজাহার জিয়া,উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক ,গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ পাল,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের অফিসার সেখ আজারউদ্দিন, চন্দন দাস,সুনিত আচারিয়া,নাজির হোসেন মিদ্দে,সৌনক গাঙ্গুলি প্রমুখ।

ফাঁসির ঘাটে সড়ক সেতুর দাবি সাংসদ সামিরুলের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: ফাঁসির ঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির তরফে তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ ও জেলা অবজারভার সামিরুল ইসলামের কাছে ফাঁসির ঘাটে সড়ক সেতুর দাবিতে দাবি পত্র তুলে দেওয়া হলো মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আজকে সার্কিট হাউসে। সেখান থেকে মাননীয় সাংসদ মহাশয় কোচবিহার জেলা শাসকের ফোন করেন এবং সেতুর বিষয়টি জানতে চান। জেলাশাসক মহাশয় বিশেষভাবে কমিটির সদস্যদের ডেকে নিয়ে সেতুর বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইতিমধ্যেই ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরে ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং সেকশন রাজ্য সরকারের কাছে সেতু তৈরির জন্য সার্ভে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। মাননীয় সংসদ মহাশয় আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন সেতু যাতে তৈরি হয় তার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সরাসরি দাবি পত্র তুলে দিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। তিনি আশ্বাস দেন আগামী আসন্ন মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহার সফরে সেতুর বিষয়ে ভালো কিছু শুনতে পাবেন কোচবিহার বাসী।

স্কুলে নেতাজি জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি ● নলহাটি

আপনজন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস পালিত হল নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বান্দখালা মোড়ে অবস্থিত এমিল পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গনে। ২০১৫ সাল থেকে এমিল পাবলিক পাবলিক স্কুলের পথ চলা। এবছর স্কুলের স্থান পরিবর্তন করে শিশুদের শিক্ষাদানে উপযোগী মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে এমিল পাবলিক স্কুল। এদিন ফিতে কেটে স্কুলের আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন এলাকার প্রবীণ শিক্ষক মোহাম্মাদ ফসিউদ্দিন। জাতীয় সংগীতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

নিষ্পাপ পাতিহাঁসের মৃত্যু তদন্তে লড়াই চুঁচুড়ার ইতিদেবীর

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: নিখাদ পাতিহাঁস। ন্যায় পাওয়ার জেদে হতে পারে হাঁসের ময়নাতদন্ত। গপ্প নয়!এক্কেবারে সত্যি। চুঁচুড়ার সিংহীবাগানের বাসিন্দা ইতি বিশ্বাস। স্বামী হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন। একমাত্র ছেলের ব্লাড ক্যান্সার। তাকে নিয়ে তাঁর অমানুষিক লড়াই নিত্যদিনের। অনটনের সংসার চলে ঝালমুড়ি বিক্রির টাকায়। ১০টি হাঁস তাঁর পোষ্য। সেগুলিই তাঁর সংসারের সুস্থ সদস্য। সরল চোখ আর ভরাট গড়নের সেই হাঁসগুলি যেমন প্রিয় তেমনই আয়ের উৎসও বটে। হঠাৎই শনিবার গৃহবধূ দেখেন, তিনটি হাঁসগুলি কাতরাচ্ছে। দেখেন একটি মুড়ির ঠোঙা পড়ে আছে হাঁসের ঘরের সামনে। সন্দেহ হওয়ায় শুঁকে দেখেন ইতিদেবী। বিষজাতীয় কিছু মেশানো হয়েছে বলেই ধরে নেন তিনি। রবিবার সকালে দেখতে পান তিনটি হাঁস মরে গিয়েছে। 'হাঁসের হোমিসাইড'এর দাবি নিয়ে সটান পৌঁছে যান থানায়। কিন্তু 'ফালতু' হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার সময় কোথায় পুলিশের কাছে, পুলিশের তরফ থেকে ফরমাইস আস্তে, আগে ময়নাতদন্ত করিয়ে আনুন তারপর তদন্ত হবে। কোনও কালে এমন কথা শোনেননি ইতিদেবী। সোমবার চুঁচুড়ার পশু হাসপাতালে চলে যান তিনি।
সেখানেও সহজ হয়নি লড়াই। কিন্তু ছাড়বেন কেন সিংহীবাগানের সিংহী। বহুবার আর্জির পর ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশের আবেদন সহ বুধবার ফের হাঁসগুলি নিয়ে আসার কথা জানানো হয়। তারপরেই ইতি ছোটেন বরফ কিনতে। ইতি দেবী নিজের ঘরে বরফের মধ্যে 'নিষ্পাপ তিনটি মরদেহ'কে রেখে দেন। মঙ্গলবার সরকারি ছুটি। পরে পুলিশ অবশ্য তদন্ত করতে গেলেও হাল কিছু বের হয়নি, নাছোড়বান্দী ইতি দেবী বুধবার সকাল হতেই সোজা চলে আসেন পশু হাসপাতালে, সেখান থেকে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় পুলিশে অভিযোগ না হলে ময়নাতদন্ত করা সম্ভব নয়, সেখান থেকে দৌড়ে চলে আসেন থানায়, অবশেষে অভিযোগ হলেও স্বাস্থ্য ও পুলিশি দপ্তরের নিয়মের মাঝে পিশতে থাকেন ইতি দেবী ও তার শখের তিনটি হাঁস। অবশেষে এই খবর পৌঁছায় জেলা পরিষদের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগে।

জাতীয় শিশু কন্যা দিবসে শোভাযাত্রা

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: জাতীয় শিশু কন্যা দিবস যথা যোগ্য মর্যাদার পালিত হল ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার উদ্যোগে ২০২৪ শে জানুয়ারি তে প্রতি বছরের মত এবছর ও ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর অফিস এর সামনে এক বর্ণাধ্য সুসজ্জিত ট্যাবলো এর সহ যোগে শোভাযাত্রা বের হয়।ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জয়ন্ত কুমার শুকুল,এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ পরিমল ডাকুয়া ডি এম সি এইচ। ও ডাঃ হিমাদ্রি হালদার ডেপুটি সি এম ও এইচ ১, ডাঃ বিবেকানন্দ সরকার ডেপুটি সি এম ও এইচ ৪ সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ ও বিভিন্ন ব্লকের লেডি কাউন্সিলর সহ পীয়ার এডুকেটর উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ জয়ন্ত কুমার শুকুল বলেন আজকের এই জাতীয় শিশু কন্যা দিবস উদযাপন এর মাধ্যমে কন্যা ভ্রূণ হত্যা রক্ষা করা,
লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা,শিশু কন্যার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা,শিশু কন্যার অনুপাতিক হার যাতে ঠিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা,বাল্য বিবাহ রোধ করা,টিনএজ প্রেগন্যান্সি এর হার কমানো,এই সব বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে প্রভাতফেরি সহ সেমিনার-আলোচনা সভার বিশেষ আয়োজন করা হয়। ডাঃ জয়ন্ত কুমার শুকুল আরও জানান রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে এই কর্মসূচী ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার ১৩টি ব্লকে বিশেষ গুরুত্ব ভাবে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

শিক্ষায় মেয়েদের এগিয়ে আসার ডাক সাবিনার

বিশেষ প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: এখন রীতিমতো সরকারি স্কুলগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে আবাসিক মিশন ও বেসরকারি স্কুলগুলি। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'এখন মেধা তালিকায় প্রথম সারিতে থাকছে আবাসিক মিশন ও বেসরকারি স্কুলগুলি। দক্ষতার সঙ্গে সেগুলিতে পড়ানো হচ্ছে। অথচ সরকারি স্কুলগুলিতে এত বেতন ও সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার পরও শিক্ষকদের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারি স্কুলের শিক্ষার গুণগত মান তলানিতে এসে ঠেকেছে। এদের দেখে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।' বুধবার ইংলিশবাজারের উত্তর যদুপুর কমলাবাড়ি কচিকাঁচা বালিকা মিশন(উচ্চ মাধ্যমিক)-এর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এভাবেই মেয়েদের সামনে নিয়ে আসার ব্যাপারে মায়েদের অনুপ্রাণিত করলেন মন্ত্রী। এই বেসরকারি মিশনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন মন্ত্রী ছাড়াও হাজির ছিলেন জেলা সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, যদুপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবনীতি চৌধুরি, মিশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিয়াউল হক প্রমুখ। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও সমানভাবে যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে এভাবেই বললেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি জানান, 'একটা সময় ছিল বড় মাছ রান্না হলে মাথাটা পাবে ছেলে, আর লেজ পাবে মেয়ে। এই চিন্তা-ভাবনা থেকে মায়েদের বেরিয়ে আসতে হবে। এখন সময় পাল্টেছে। মায়েদের কাছে ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই সমান। মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেয়। তাকে সুস্থ রাখা আগে দরকার।

নেতাজি জয়ন্তীতে বহুমুখী কর্মসূচি

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের মুরারই-২-ব্লকের কুশমোড় সব্জি হাট প্রাঙ্গনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করল সমাজসেবি শেখ সাবির আহমেদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানব বন্ধন মঞ্চ ও ব্যবস্থাপনায় কুশমোড় রুরাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট সোসাইটি নামে আরেক সামাজিক সংগঠন। এই দিন নেতাজির ছবিতে মাল্যদান,জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শীত বস্ত্র বিতরণ, চক্ষু শিবির,ও বসে আঁকার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান অঞ্চল সদস্য জনাব ওসমান গনি সাহেব, প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন, চিকিৎসক বেলাল হেসেন, সমাজসেবি মাওলানা পিয়ার মুহম্মদ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক কুশমোড় রুরাল এইচআরডি সোসাইটির আহ্বায়ক শ্রী শুভাশিস ব্যানার্জি মহাশয়। সংস্থার সম্পাদক ও মানব বন্ধন মঞ্চের জেলা সভাপতি ফাজলে এলাহী ও প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থ প্রকাশে ব্রাত্য বসু

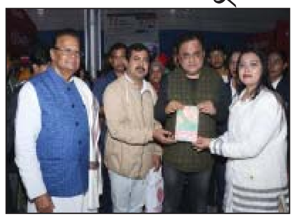

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন:কলকাতা বইমেলায় উদার আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত ড. চৈতালী বিশ্বাসের বই 'অ্যাটিটিউড অফ পেরেন্টস টুয়ার্ডস গার্লস এডুকেশন উইথ রেফারেন্স টু সোশিও ইকোনমিক স্টেটাস অ্যান্ড লোকেশন' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা ও স্কুল শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন উদার আকাশ পত্রিকা ও উদার আকাশ প্রকাশনের সম্পাদক ও প্রকাশক ফারুক আহমেদ মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি ব্রাত্য বসুর হাতে গবেষণা গ্রন্থটি তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন বইয়ের লেখক ও গবেষক ড. চৈতালী বিশ্বাস ও পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ও দে'জ পাবলিশার্সের কর্ণধার সুধাংশু শেখর দে।

রাস্তার ধারে জলাভূমি জেসিবি দিয়ে ভরাটের অভিযোগ বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাস্তা ধারের জলাভূমি জেসিবি দিয়ে ভরাটের অভিযোগ , সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা দেখেই জেসিবি নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা, ঘটনাস্থলে ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা ।
কোনো আড়ালে আবডালে নয় , প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার ধারের জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছিল জেসিবি দিয়ে । সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা দেখেই জেসিবি নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করলেন জেসিবি চালক । পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে গোটা ঘটনাটিকে অন্যায় বলে স্বীকার করে নিলেন ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা । ঘটনা বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের সাপুরডিহি মৌজার বেঁশে সেতু সংলগ্ন এলাকার ।
বাঁকুড়া বর্ধমান রাস্তার ধারে সোনামুখী ব্লকের সাপুরডিহি মৌজায় বেঁশে সেতু সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি জলাভূমি রয়েছে । সেচ ক্যানেলের জল এই জলাভূমি দিয়েই যায় স্থানীয় চাষীদের জমিতে । স্থানীয়রাও দীর্ঘদিন ধরেই ওই জমি জলাশয় হিসাবে জেনে এসেছেন । সম্প্রতি সেই জলাভূমি কেউ বা কারা প্রকাশ্যে জেসিবি চালিয়ে ভরাট করে দিচ্ছে । খবর পেয়ে সংবাদমাধ্যম সেখানে যেতেই জেসিবি নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে জেসিবি চালক । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন সোনামুখী ব্লকের ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা ।
ঘটনাস্থলে গিয়ে জলাভূমি ভরাটের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন ব্লক ভূমি সংস্কার ও রাজস্ব আধিকারিক । সংশ্লিষ্ট জমির নথিপত্র খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে ভূমি সংস্কার দফতর । ভরাটের কাজে যুক্ত জেসিবি চালকের দাবী প্রয়োজনীয় নথি ও অনুমতির ভিত্তিতেই ওই এলাকায় ভরাটের কাজ চলছিল ।

সম্প্রীতি রক্ষায় বাঁ পাহীন আসাদুলের রক্তদান

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: রক্তদানের মতো একটি মহৎ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন ঘটানোর অন্য কোনও বিকল্প অনুষ্ঠান হতে পারেনা । মঙ্গলবার এমনই একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে স্বরূপনগর চারঘাট ইসলামিক জলসা কমিটি। দু'দিনের ঐ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন বুধবার ইসলামিক জলসা অনুষ্ঠিত হবে। চারঘাট বাজারে ইসলামিক জলসা উপলক্ষে আয়োজিত ওই রক্তদান শিবিরে এলাকার অর্ধশতাধিক পুরুষ মহিলা রক্ত দান করেন। ওই রক্তদান শিবিরে মোট রক্তদাতাদের প্রায় অর্ধেক রক্তদাতা ছিলেন অমুসলিম।
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বেডস' পরিবারের সহযোগিতায় ওই রক্তদান শিবিরে চারঘাট ইসলামিক জলসা কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ এলাকায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ। বিশেষভাবে সক্ষম বাম পা হীন আসাদুল মন্ডল সহ ডি ঘোষ দত্ত, চন্দন মন্ডল, সোমা সরদাররা রক্তদান করেন।
দেশজুড়ে যখন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেই চলেছে সেখানে দাঁড়িয়ে চারঘাটের ইসলামিক জলসা উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে হিন্দু-মুসলিমদের সমানভাবে অংশগ্রহণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির বলেই মনে করা হচ্ছে।
চিরদিন চারঘাট এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার নিয়ে এলাকার শান্তি বজায় রাখতে রক্তদান শিবির থেকে বার্তা দেন বেডসে'র রাজ্য সম্পাদক শাহজাহান মন্ডল, কাইচ খান, জলসা কমিটির সভাপতি সিরাজুল মন্ডল, সম্পাদক হাসান খান, মোতালেব মন্ডল, আলমগীর হোসেনরা। উপস্থিত ছিলেন, শাহিন মন্ডল, রবিউল মন্ডল, সেলিম মন্ডল প্রমুখ।

আলী রা.-এর জন্মদিন পালিত

আমীরুল ইসলাম ● মেদিনীপুর

আপনজন: বুধবার দিবাগত রাতে এবং বৃহস্পতিবার হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) এর পবিত্র বেলাদত শরীফ (জন্ম দিবস) মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। মেদিনীপুরের জোড়া মসজিদ ও মাযার পাক, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কারিগর পাড়ার কাদেরিয়া মসজিদ ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার হযরত রওশনগঞ্জ মসজিদে তাঁর স্মরণে মিলাদ ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
এ ছাড়াও কলকাতার ৪ নম্বর হাজী মুহাম্মদ মহসিন স্কোয়ারের দরবার পাকে ও ২২ নম্বর খানকা শরীফ লেন মসজিদে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সমস্ত কাদেরিয়া মসজিদ ও খানকা শরীফে এই মহিমান্বিত দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। তাতে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেতাজির মূর্তি স্থাপন হল বহিচাড়

সেক আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকে অবস্থিত বহিচাড় বিপিন শিক্ষানিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হলো দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্ম দিবস।জন্মদিন পালনের পাশাপাশি এদিন নেতাজির আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিদ্যালয়ের জীববিদ্যার সহকারী শিক্ষক অমলকুমার বিজুলির আর্থিক সাহায্যে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক,মুখার্জি কমিশনের সদস্য তথা এস এস কে এম হাসপাতালের চিকিত্সক প্রফেসর ডাঃ মধুসূদন পাল ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড.অনির্বাণ দাস।ডাঃ মধুসূদন পাল এদিন ছাত্র ছাত্রীদের সামনে নেতাজি সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন।অনির্বানবাবু নেতাজি সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি

২.১৯ কোটি টাকার সোনা সহ গ্রেফতার পাচারকারী

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: নদীয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বিজয়পুরে ২.১৯ কোটি টাকার সোনা সহ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেলো বিএসএফ। ৩২ ব্যাটালিয়নের সীমান্ত চৌকি বিজয়পুরের সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে একটি সুপরিকল্পিত অভিযান চালায় উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ সোনার বিস্কুট। আন্তর্জাতিক সীমান্তে সোনা চোরাচালান বানচাল করে এবং ১৯ টি সোনার বিস্কুট সহ এক চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তার (বিস্কুট এবং একটি সোনার ইট) করে । চোরাকারবারিরা সোনার বিস্কুট ও একটি সোনার ইট বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের চেষ্টা করছিল বলে জানা যায়।উদ্ধার করা সোনার ওজন ৩.৫৬ কেজি এবং আনুমানিক বাজার মূল্য ২,১৯,৬১,২০০/- টাকা।
বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, বিজয়পুর সীমান্তে মিঠুন বিশ্বাস নামে ব্যাক্তি কাছে তল্লাশি করে তার কোমরে বাঁধা একটি কাপড়ের বেল্ট থেকে ১৯টি সোনার বিস্কুট ও ১টি সোনার ইট উদ্ধার করা হয়। এর পরে,জওয়ানরা পাচারকারীকে হেফাজতে নিয়ে সোনা বাজেয়াপ্ত করে।গ্রেফতার ওই চোরাকারবারীর বাড়ি সীমান্তবর্তী এলাকার বিজয় নগর।গ্রেফতার চোরাকারবারিকে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী রা গত কয়েকদিন ধরে সোনা চোরাচালানের সাথে জড়িত ছিল। তার সাথে আরো দুই সহকর্মী লাইনম্যান হিসেবে কাজ করছিল বলে জানা গেছে।

আইএসএফের নেতাজি স্মরণ

আপনজন: হাওড়ার রাজাপুরের তেহট্টে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট টিকে-২ অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে দেশনায়ক, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস, দেশপ্রেম দিবস উদযাপন ও রক্ত অর্পণ শিবির। এই শিবিরে ৫৭ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ।

الدعوة
দাওয়াত

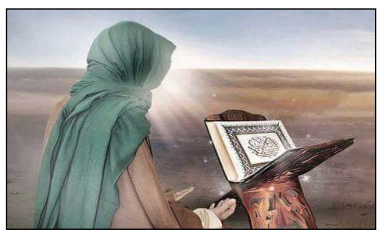

কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণার সুফল

কর্মকাণ্ডই মানুষকে মূল্যায়নের ভিত্তি

উত্তম চরিত্রের জন্য সবচেয়ে বেশি মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে

ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণার সুফল

আমজাদ ইউনুস

পবিত্র আল কুরআন মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী। মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। চিরন্তন হিদায়াতের উৎস। মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

কুরআনের বিধান, আদেশ-নিষেধ জীবনে প্রয়োগের জন্য কুরআন ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এ জন্য সফল, সুন্দর, শুভ্র ও শুদ্ধ জীবন গঠনে কুরআন অনুধাবন করা আবশ্যক ও অপরিহার্য। মানবিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অফুরন্ত। মহান আল্লাহ তাআলা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও চর্চা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানরা যেন তা অনুধাবন করে।’ (সুরা : সোয়াদ, আয়াত : ২৯)

মানবজাতির বোঝার সুবিধার্থে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। কুরআন বোঝার জন্য আহ্বান করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোনো চিন্তাশীল আছে কি?’ (সুরা : কামার, আয়াত : ২২)

কুরআন নিয়ে যারা চিন্তা করে না এবং কুরআন গবেষণা থেকে বিরত থাকে মহান আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?’ (সুরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ২৪)

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং কুরআন মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া নবুয়তি দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা রাসুল (সা.)-কে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।’ (সুরা : জুমা, আয়াত : ২)

রাসুল (সা.) মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। পাশাপাশি সে যুগের প্রেক্ষাপট সামনে নিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যাও বলে দিতেন। তিনি নিজে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। সাহাবিদেরও কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করেছেন। আউফ বিন মালিক বলেন, একবার আমি রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তিনি মিসওয়াক করলেন। অতঃপর অজু করে নামাজে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। তিনি সুরা বাকারা

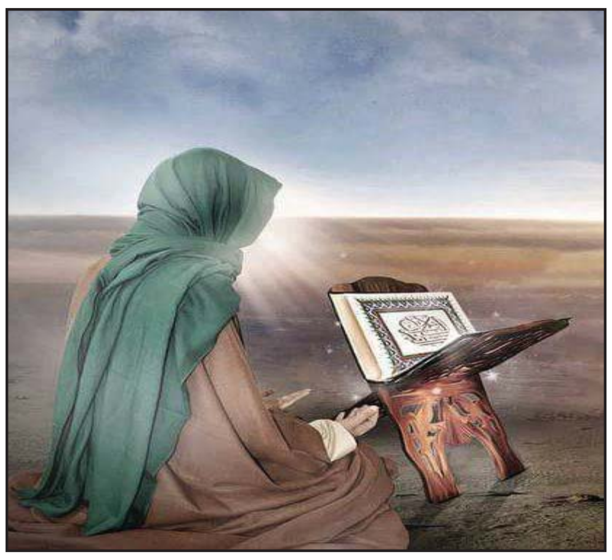

তিলাওয়াত শুরু করলেন। রহমত ও দয়া বিষয়ক কোনো আয়াত এলে তিনি থামতেন এবং তা কামনা করতেন। আবার শাস্তিবিষয়ক কোনো আয়াত এলে তখনো তিনি থামতেন এবং তা থেকে মুক্তি চাইতেন। (নাসায়ি, হাদিস : ১১৩১)

রাসুল (সা.)-এর সাহাবিরা কুরআনের নির্দেশনাকেই অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তা বাস্তবায়নে আয়াতে কুরআন ভালোভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করতেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, ‘আমাদের মাঝে যখন কেউ ১০টি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলো অতিক্রম করতেন না।’ (তাফসিরে তাবারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭)

সাহাবিরা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ফজিলত ও মর্যাদা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা কুরআনকেই সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কুরআনের একটি আয়াত পুনরাবৃত্তি করতে করতে পুরো রাত কাটিয়ে দিতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সুরা বাকারা পাঠের চেয়ে মনোযোগ সহকারে সুরা জিলজাল ও আল-কারিয়া তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। (সুনানুন নাসায়ি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৩)

আবদল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, ‘যে জ্ঞান অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন আল-কুরআনকে প্রাধান্য দেয়। কেননা এর মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব জ্ঞানই নিহিত আছে।’ (বাহরুল উলুম, আবুল লাইস সামারকান্দী, খণ্ড : ১, পৃ. : ৭১)

যাঁরা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেন এবং কুরআনের আয়াত শুনে বিগলিত হয়ে যান তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রকৃত মুমিন ও জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, বলো, ‘তোমরা কুরআনে বিশ্বাস করো কিংবা বিশ্বাস না করো, ইতোপূর্বে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের যখন কুরআন পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা অধোমুখে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।’ আর তারা বলে, ‘আমাদের রব মহান পবিত্র; আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে অধোমুখে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে আর তা তাদের বিনয় ও নম্রতা বাড়িয়ে দেয়।’ (সুরা : আল-ইসরা, আয়াত : ১০৭-১০৯)

কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা, ভাবনা ও গভীর মনোনিবেশ বান্দার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য নিয়ে আনে। এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। ঈমান বৃদ্ধি পায়। ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে। অন্তরে দুনিয়ার বাস্তবতা ফুটে ওঠে। হৃদয় কোমল হয়। আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুমিন তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের রবের ওপর নির্ভর করে।’ (সুরা : আনফাল, আয়াত : ২)

রাসুল (সা.) বলেন, যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোনো একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সঙ্গে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের ওপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তাআলা তার নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। (মুসলিম, হাদিস : ২৬৯৯)

আকিকা শিশুর অধিকার

ফেরদৌস ফয়সাল

প্রাক-ইসলাম আরবেও আকিকার প্রচলন ছিল। ইহুদিরা কেবল পুত্রসন্তানের জন্য আকিকা দিত। রাসুল (সা.)-এর একটি হাদিস থেকেও তা জানা যায়। দাউদ-আল-জাহিরিসহ কয়েকজন আলেম আকিকাকে অবশ্যপালনীয় ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, এটি শুধুই মুস্তাহাব বা পুণ্যজনক।

মুসলমান পরিবারে শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিনে আল্লাহর উদ্দেশে নবজাতকের মঙ্গল-কামনায় পালিত অনুষ্ঠানের নাম আকিকা। এই দিন শিশুর নাম রাখা হয়। এ উপলক্ষে প্রথম চুলকাটা ও কোরবানি দেওয়া সুন্নত। কোনো কারণে সপ্তম দিনে এ অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে পরে, এমনকি শিশু বড় হয়ে নিজেও তা করতে পারে। শিশুর কর্তিত কেশকেও আকিকা নামে অভিহিত করা হয়। শরিয়তে এই কর্তিত কেশের সমপরিমাণ রুপা দান করার নির্দেশ আছে। আকিকার মাধ্যমে শিশুর অশুচি দূর করা হয়। হজরত সালমান ইবনে আমির (রা.) এর বরাতে আকিকা সম্পর্কে একটি হাদিসটি জানা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সন্তানের পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (অর্থাৎ আকিকার জন্তু জবেহ করো) এবং তার অশুচি (চুল, নখ ইত্যাদি) দূর করে দাও। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৪৭১)

আকিকা উপলক্ষে জবাই করা পশুর মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ দরিদ্র ও দুস্থদের মধ্যে এবং এক ভাগ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণ করতে হয়। বাকি এক ভাগ মা-বাবা ও পরিবারের জন্য রাখতে হয়। আকিকাতে ছেলে-শিশুর জন্য দুটি এবং মেয়ে-শিশুর জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া কোরবানি করার নির্দেশ রয়েছে।

অনাথ ও দরিদ্রের প্রতি কোমলতা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

যে অনাথ ছিল তাকে আশ্রয়, যে ভুল পথে ছিল তাকে পথের হদিস এবং যে অভাবী ছিল তাকে অভাবমুক্ত করা হয়। পিতৃহীন ও সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি কঠোর না হয়ে সুরাটিতে আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। সুরা দোহা অর্থ মধ্যস্থ রশ্মি। এটি পবিত্র কোরআনের ৯৩তম সুরা এবং মক্কায় অবতীর্ণ। এর ১ রুকু, ১১ আয়াত। একবার কিছুদিন ঐশী বাণী বন্ধ থাকায় মুহাম্মদ (সা.) বিমর্ষ হয়ে পড়লে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয় তাঁকে পরিত্যাগ করা হয়নি।

মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর কিছুদিন আল কুরআন নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল। তখন অবিশ্বাসীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করে বলতে লাগল, আজ কিছু নাজিল হয়নি? আসলে আল্লাহ তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, তোমার ওপর অখুশি হয়েছেন। এতে মুহাম্মদ (সা.) কিছুটা বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। মনের কোণে হয়তো এমন চিন্তাও উঁকি দিয়েছিল যে, তাঁর কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো? সেই সময়েই সুরা আদ দোহা নাজিল হয় মুহাম্মদ (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং কঠিন সময়ে আশার বাণী এবং শক্তি জোগানোর জন্য।

সুরা দোহার সারকথা

এ সুরার শুরুতে প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘শপথ দিনের প্রথম প্রহরের!’ দোহা বলতে এমন একটা সময় বোঝায় যখন দিনের কর্মব্যস্ততা শুরু হয় এবং সূর্যের আলোও প্রখর নয়। দ্বিতীয় আয়াতে ‘আর শপথ রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন করে!’ ‘লাইল’ বলতে রাত বোঝায়। যখন তা গভীর ও নিঝুম হয়। তখন শান্তি ও বিশ্রাম নেয় মানুষ। সূর্যের আলোর উপস্থিতি দোহা ও অনুপস্থিতি লাইল এর মাধ্যমে ওহির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে ‘তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যাননি ও তোমার ওপর তিনি অসন্তুষ্ট নন।’ আল্লাহ সরাসরি নবীকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করেননি বা তার কাজে অখুশি হয়ে বিরূপ হননি।

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তোমার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে ভালো। তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ করবেনই, আর তুমিও সন্তুষ্ট হবে।’ উত্তম ভবিষ্যৎ ও সন্তোষজনক প্রতিদান এর আগাম সুসংবাদ জানিয়ে আরও প্রফুল্ল ও উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন তাঁর প্রিয় নবীকে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, আর তোমাদের আশ্রয় দেননি? তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হদিস দেননি? তিনি তোমাকে কি অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেননি?’ আল্লাহ তাঁর নবীকে এতিম, সঠিক পথপ্রত্যাশী এবং অভাবী অবস্থায় পেয়েছেন। এরপর তাঁর অবস্থার উন্নতি সাধন করেছেন।

নবম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘সুতরাং তুমি পিতৃহীনদের প্রতি কঠোর হয়ো না।’ এতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়ার নির্দেশনা এসেছে।

দশম আয়াতে আছে, ‘আর যে সাহায্য চায় তাকে ভর্ৎসনা কোরো না।’ অর্থাৎ ভিক্ষাপ্রার্থীদের তিরস্কার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

গিবতের ভয়াবহতা, গিবত থেকে বিরত থাকার উপকারিতা

আপনজন ডেস্ক: মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা গিবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন, ‘আর তোমরা একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে। নিশ্চয়ই তোমরা এটাকে অপছন্দ করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চই আল্লাহ তাআলা সিমাহীন ক্ষমাকারী এবং দয়ালু’। (সূরা: হুজরাত, আয়াত: ১২)

হাদিস শরিফে গিবতের ভয়াবহতা বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহর কাছে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করেন। কিন্তু গিবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত ওই ব্যক্তি (যার গিবত করা হয়েছে) ক্ষমা না করে; ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না’। (মিশকাত)

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোওয়ালের মাঝের অঙ্গ (মুখ) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী অঙ্গ (লজ্জাস্থান) হেফাজতের দায়িত্ব নেবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেব’। (সহিহ বুখারি, হাদিস, ৬১০৯)

এজন্য গিবত থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। যে ব্যক্তি গিবত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, সে বিশেষ কিছু উপকার পাবে। এখানে গিবত থেকে বেঁচে থাকার কিছু উপকার তুলে ধরা হলো-

গিবত থেকে বেঁচে থাকার উপকার

> গিবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য অপরাধ। যে ব্যক্তি গিবত থেকে বেঁচে থাকে সে এই জঘন্য পাপ থেকে রক্ষা পাবে।

> জেনা করার থেকে মারাত্মক গিবত করা। যে ব্যক্তি গিবত ত্যাগ করলো সে এই মারাত্মক পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

> গিবতের কারণে রোজার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি গিবত থেকে বিরত থাকে সে নিজের রোজাকে হেফাজতের চেষ্টা করে থাকে।

> গিবতের কারণে ওজু ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হানাফি মাজহাব মতে কোনো ব্যক্তি ওজু করার পর গিবত করলে বা মিথ্যা বললে আবারো নতুন করে ওজু করা উচিত।

ইব্রাহিম নাফাঈ (রহ.) বলেন, দুটি কারণে ওজু নষ্ট হয়। ১. পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে। ২. কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিলে। (বায়হাকী)

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, ঘুমের কারণে যেভাবে ওজু নষ্ট হয়, ঠিক একিভাবে মিথ্যাচার ও গিবতের কারণেও ওজু নষ্ট হয়। (দুররে মানসুর)

তাই যে ব্যক্তি গিবত থেকে বিরত থাকলো সে নিজের ওজুকে রক্ষা করলো। আর ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজ ও কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াতের জন্য ওজু আবশ্যক। ওজু ছাড়া এই ইবাদতগুলো পালন করা যায় না।

> পবিত্র কুরআনে গিবতকে হারাম বলা হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি গিবত থেকে বিরত থাকলে হারাম কাজ অর্থাৎ, কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে গেল।

> গিবতের মাধ্যমে অন্যকে আঘাত করা হয়। সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলেছেন, আমি কোনো ব্যক্তির গিবত করার থেকে তাকে তীর দিয়ে আহত করাকে সহজতর অপরাধ মনে করি। তাই যে ব্যক্তি গিবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।

> যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তি নিয়ন্ত্রণ না করে অন্যের গিবত করে বেড়ায়, সে মানুষের কাছে অপমানিত হয়। তাই গিবত থেকে বিরত থাকলে নিজেকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

> গিবত থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল রাখা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মুমিন যখন কোনো গুনাহে রকাজ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়’। (ইবনে মাজা)

তাই গিবত থেকে বেঁচে থাকলে অন্তরে দাগ পড়া থেকে বেঁচে থাকা যায়। এতে করে অন্তর স্বচ্ছ থাকে।

> যে ব্যক্তি অন্যের গিবত করে না, সে কেয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ, সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের সবাইকে গিবত করা থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কর্মকাণ্ডই মানুষের মূল্যায়নের ভিত্তি

নিয়ামূল ফাতেমি

মানুষকে মূল্যায়নের ভিত্তি তার নিজের কর্মকাণ্ড; বংশমর্যাদা নয়। 'অমুক অমুকের সন্তান/ভাই/বোন, সে আর কত ভালো হবে?' কিংবা 'সে তো ভালো হবেই, বংশ বলে একটা কথা আছে না?' এসব সঠিক নয়! এগুলো ভুল কথা। হজরত নূহ (আ.) এর সব পুত্র পিতার অনুগত ছিল না। তার স্ত্রী জাহান্নামি নারীর উদাহরণ। এমনকি হজরত লুত (আ.) এর স্ত্রী জাহান্নামি নারীর উদাহরণ, অথচ ফেরাউনের স্ত্রী জান্নাতি নারীর উদাহরণ। হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর পিতা ছিল এক ভয়ংকর অবিশ্বাসী মানুষ। রাসুল (সা.) এর প্রিয় সিপাহসালার ছিলেন ইকরামা, যিনি হলেন আবু জেহেলের পুত্র। এই সমাজে অনেক উঁচু স্তরের মানুষের সন্তান রয়েছে, যারা নানাবিধ জঘন্য/অন্যায্য কাজের সঙ্গে জড়িত। আবার অনেক নীচু স্তরের মানুষের সন্তান রয়েছে, যারা অনেক ভালো এবং মানবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং, কোনো মানুষকে ঢালাওভাবে মূল্যায়ন করা উচিত কর্ম নয়।

কথায় আছে, 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।' জন্মের দোহাই দিয়ে, বংশের দোহাই দিয়ে কারো মূল্যায়ন অনুচিত, অযৌক্তিকও বটে। অনেক পরিবার আছে যেখানে এক সন্তান ভালো মানুষ, আরেকজন বেশ খারাপ কাজ করে বেড়ান। এক সন্তান করে অমুক দল, আরেকজন তমুক দল। কেউ আস্তিক, কেউবা নাস্তিক, কেউ সেকেলে, কেউ আধুনিক, আবার কেউ অত্যাধুনিক ইত্যাদি।

কোনো এক ভাই ঘুসখোর হলে আরেক ভাইও এমন হবে, তা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। আবার এক ভাই ধার্মিক হলে আরেক ভাইও ধার্মিক হবে, তাও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

মোদ্দাকথা, যে কোনো পরিবার, সমাজ বা গোত্র থেকে ভালো মানুষও বেরিয়ে আসতে পারে, আবার খারাপ মানুষও থাকতে পারে। সুতরাং, কোনো মানুষ, পরিবার বা জনগোষ্ঠীকে খাটো করে দেখার বা অবহেলা করার সুযোগ নাই। একইভাবে শুধু তথাকথিত বংশমর্যাদার নামে বা বাবা-দাদার নাম ডাকের উপর ভিত্তি করে কাউকে অতি মূল্যায়ন করারও কোনো সুযোগ নাই।

কোন মানুষই তার নিজের জন্মের জন্য দায়ী নয়। প্রতিটি মানুষের মূল্যায়ন হওয়া উচিত তার নিজ কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে। আর কোন কিছুই বিবেচ্য হতে পারে না।

উত্তম চরিত্রের জন্য সবচেয়ে বেশি মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে

আপনজন ডেস্ক: মানুষের স্বভাব-চরিত্র, মেজাজ-মর্জি ও আচরণ বোঝানোর জন্য আরবিতে আখলাক শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য, বিনয়, সততা, সুন্দর আচরণ মানবচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই বলা হয়, তাই উত্তম চরিত্রবানই উত্তম ঈমানদার। আখলাক তিন প্রকার:
১. আখলাকে হাসানা: কেউ জুলুম করলে সমপরিমাণ বদলা নেওয়া।
২. আখলাকে কারিমা: জুলুম করলে তা মাফ করে দেওয়া। ৩. আখলাকে আমিমা: জালেমের জুলুম মাফ করে দেওয়ার পর তার প্রতি ইহসান বা উপকার করা।

উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য রাগ সংবরণ করে ফেলে, সৎ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, মানুষের সঙ্গে কটুবাক্য ব্যবহার করে না।

একবার আশাজ ইবনুল ক্বাইস নামে এক গোত্রপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। রাসুল (সা.) তাঁর প্রশংসা করে বললেন, আশাজ, তোমার মধ্যে দুটি চরিত্র আছে যা আল্লাহ ভালোবাসেন। প্রথমত, তুমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। দ্বিতীয়ত, তুমি কোনো কিছু করার আগে ভেবে-চিন্তে কাজটি করো।

আশাজ ইবনুল ক্বাইস তখন প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর রাসুল, এই দুটি চরিত্র কি আমি নিজ দক্ষতায় অর্জন করেছি, নাকি আল্লাহ এগুলো আমার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন?

রাসুল (সা.) বললেন, না, আল্লাহ তোমাকে এগুলো দান করেছেন।

আশাজ বললেন, সব প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাকে দুটি গুণ প্রদান করেছেন যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ভালোবাসেন।

রাসূল (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে বেশি সে-ই জিনিসটির জন্য মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা হলো উত্তম চরিত্র।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আছে যে রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্টন করেছেন যেভাবে তিনি বন্টন করেছেন তোমাদের রিজিক।

এবার যেসব দেশে ১৮ ঘণ্টা রোজা রাখতে হবে

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র মাহে রমজান মাস শুরু হতে আর মাত্র দুই মাসেরও কম সময় বাকি রয়েছে। সময় ঘনিয়ে আসায় খুব দ্রুতই রমজানের প্রস্তুতি শুরু করবেন বিশ্বের সব মুসলিম।

পবিত্র এ রমজান মাসে সূর্যোদয়ের আগ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব পানাহার থেকে বিরত থেকে রোজা রাখেন মুসলিমরা। এর পর ইফতারের মাধ্যমে রোজা ভাঙেন তারা। এ বছর পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে পারে ১১ মার্চ থেকে।

অন্যবারের মতো এবারও রোজার সময়টি (ঘণ্টা) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এ বছর ১২ ঘণ্টা থেকে শুরু করে ১৮ ঘণ্টা হবে একেকটি রোজা। খবর আল আরাবিয়ার।

এবার যেসব দেশের মুসলিমরা ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা রোজা রাখবেন-
(১) নুক, গ্রিনল্যান্ড
(২) রেকজাভিক, আইসল্যান্ড
(৩) হেলেনস্কি, ফিনল্যান্ড
(৪) গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড
(৫) ওটোয়া, কানাডা
(৬) লন্ডন, যুক্তরাজ্য
(৭) প্যারিস, ফ্রান্স
(৮) রোম, ইতালি
(৯) মাদ্রিদ, স্পেন।

অপরদিকে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে রোজা কম সময়ের হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব অঞ্চলের মানুষ ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা রোজা রাখবেন।

সেসব দেশগুলো হলো-
(১) ক্রাইস্টচার্চ, নিউজিল্যান্ড
(২) পুয়ের্তো মন্তে, চিলি
(৩) জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া
(৪) নাইরোবি, কেনিয়া
(৫) করাচি, পাকিস্তান
(৬) নয়াদিল্লি, ভারত
(৭) ঢাকা, বাংলাদেশ

মধ্যপ্রাচ্য ও গালফ অঞ্চল
মধ্যপ্রাচ্য ও গালফ অঞ্চলের মুসল্লিরা এবার ১৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা রোজা রাখবেন। স্থানভেদে এটি ভিন্ন ভিন্ন হবে।

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

সবাইকে অবাক করে দিয়ে, যুদ্ধটি মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। ৭০ জন মক্কাবাসী তাতে নিহত হয় এবং আরো ৭০ জন বন্দী হয়।

উহুদ পর্বত
বদর যুদ্ধের এক বছর পর মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে আবার সংঘর্ষ হয়। এই সময় মক্কাবাসীরা তিন হাজার যোদ্ধা, তিন হাজার উট এবং ২০০ ঘোড়াসহ একটি বৃহত্তর সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করে এবং যুদ্ধে তাদের উৎসাহিত করার জন্য মহিলাদের সাথে নিয়ে আসে।

মক্কার সেনাবাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে মদিনার কাছে আসে, কিন্তু সেখানে আগ্নেয়গিরির শিলাগুলো তাদের উটগুলোকে মন্থর করে দেয় আর তাই তারা মদিনার উত্তরে, উহুদ পর্বত নামক একটি জায়গায় ঘুরতে থাকে।

এটি মদিনার নিকটবর্তী সর্বোচ্চ পর্বত, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় এক হাজার মিটার উপরে, তিন কিলোমিটারজুড়ে অবস্থিত। এটি শহরের কেন্দ্রস্থলের মসজিদে নববী ও রাসূল সা:-এর বাড়ি থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

মুসলমানরা মক্কা থেকে আগতদের পেছন দিয়ে উহুদ পর্বতে একটি অবস্থান তৈরি করে। মক্কাবাসী ৭০০ মিটার উঁচু পাহাড় দখলে না নিলে সেখানে মুসলিমরা অবস্থান নিতে পারত। যেখান থেকে আক্রমণ নবী সা: ৫০ জন সৈন্য দিয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন এবং কঠোর নির্দেশ দেন যেকোনো পরিস্থিতিতেই তারা যেন তাদের ফাঁড়ি ছেড়ে না যায়।

মুসলমানদের সেনাবাহিনী ৭০০ জন সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল মুহাম্মদ সা: একক ইউনিট হিসেবে লড়াই করার নির্দেশ দেন, ব্যক্তি হিসেবে নয়। কারণ মক্কার সেনাবাহিনী তাদের আকারের চারগুণ ছিল আর মুসলমানরা স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধে মোকাবেলা করলে তাদের যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

উহুদে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং মুসলমানরা প্রথম দিকে জয়ী হয়। তবে, এ সময় জটিল পাহাড়ি চৌকিতে থাকা ৫০ জন যোদ্ধা ভাবে যে, যুদ্ধজয় হয়ে গেছে এবং পশ্চাদপসরণকারী মক্কার লোকদের কাছ থেকে গণিমত বা যুদ্ধের সম্পদ দাবি করার জন্য তারা তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে। এতে সৃষ্ট নিরাপত্তাহীনতায়, মক্কার লোকেরা পুনরায় সংগঠিত হয় এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে।

নেতৃত্বের পাঠ-এক
ক্ষমা করুন : কাউকে শিক্ষিত বা গড়ে তুলতে সময় লাগে এবং আপনি যদি জানেন যে, কখন ভুল ক্ষমা করতে হবে তাহলে আপনি আরো ভালো ফলাফল দেখতে পারেন।

মুহাম্মদ সা: পাহাড়ি ফাঁড়ি রক্ষীদের তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু সব দোষ তাদের ওপর চাপাননি। একইভাবে, আপনার সন্তান বা কর্মচারী যারা ভুল করে তাদের সাথে অতিরিক্ত কঠোর হবেন না। সিক্রেট্যান যেমনটি বলেছেন, 'অনড় থাকা অহংকে সেবা করে, কিন্তু দয়ালু হওয়া আত্মার সেবা করে।' **(ক্রমশ...)**

সুরা নিসায় উত্তরাধিকার এবং এতিমের অধিকারের কথা রয়েছে

ফয়সাল

পবিত্র কুরআনের চতুর্থ সুরার নাম সুরা নিসা। নিসা মানে স্ত্রীজাতি। এই সুরায় ২৪ রুকু, ১৭৬ আয়াত। তৃতীয় হিজরিতে ওহুদের যুদ্ধের পর এটি অবতীর্ণ হয়। এতে উত্তরাধিকার এবং এতিমের অধিকার বর্ণিত রয়েছে।

পঞ্চম হিজরিতে মুসতালিকের যুদ্ধে পানির অভাব দেখা দিলে তায়াম্মুমের আদেশ জারি হয়। এ সুরায় মুসলমানদের চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সুরায় নারীদের বিধানের বর্ণনা বেশি বলে এর নাম হয়েছে সুরা নিসা।

রাসুল (সা.) মদিনায় হিজরত করে আসার পর প্রাথমিক বছরগুলোতে সুরা নিসা নাজিল হয়। এর বেশির ভাগ অংশই নাজিল হয় বদরের যুদ্ধের পরে। মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পর নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। মুসলমানদের নিজেদের ইবাদত, আচরণ ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে নানা বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য শত্রুপক্ষ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করার চেষ্টা করছে। নিজেদের ভৌগোলিক ও ভাবগত সীমারেখা সংরক্ষণের জন্য মুসলমানরা সে সময় নিত্যনতুন সমস্যার মুখোমুখি। ঠিক এমন সময়ই সুরা নিসা নাজিল হয়।

নারী ও পরিবার হলো একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক, কিন্তু একটি সুসংগঠিত ও প্রধান বুনিয়াদ। সুরাটিতে এ প্রসঙ্গে বিধান দেওয়া হয়েছে। জাহিলিয়া যুগে নারীদের প্রতি যেসব অবিচার চলত, সেগুলোর মূলোৎপাটন করা হলো। এ ছাড়া এমন বহু বিধিবিধান দেওয়া হলো, যার কারণে সুরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

সুরাটির সূচনায় তাকওয়া অর্জনের আহ্বান করা হয়েছে, আর পুরো সুরাব্যাপী তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিছু বিধান
প্রাপ্তবয়স্ক হলে এতিমদের অর্থসম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। তা আত্মসাৎ করা যাবে না। খারাপ মাল দিয়ে তাদের ভালো মাল নিজে নেওয়া যাবে না। এতিম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সম্পদের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য।

একসঙ্গে চারজন নারীকে বিয়ে করার সুযোগ থাকলেও শর্ত হচ্ছে স্বামীকে তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হতে হবে। তাদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করতে হবে। আর নিখুঁতভাবে তা না পারলে একজন স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সংসার করতে হবে।

ইসলামের আগেও একাধিক নারীকে বিয়ের প্রচলন ছিল, তবে স্ত্রীর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ছিল না। ইসলাম ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয় এবং কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করে। বস্তুত কড়ায়-গন্ডায় হিসাব করে শর্তগুলো মেনে চলা এতই দুরূহ যে প্রকৃতপক্ষে এক স্ত্রীর সংসারই নিরাপদ। নইলে আল্লাহর দেওয়া শর্ত যেকোনো সময় লঙ্ঘন ফেলার আশঙ্কা থাকে।

জাহিলিয়া যুগে আরবে অবাধে বহুসংখ্যক বিয়ে করার প্রচলন ছিল। চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হলেও একটির বেশি বিয়ে করা শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে, যাতে স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারার ব্যাপারে কোনো ভেদ না ঘটে।

বিয়ে করার জন্য স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা ফরজ। বিয়ের আগেই মোহর দিতে হবে। তবে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে পরেও দেওয়া যেতে পারে। ইসলামে ওয়ারিশ পুরুষ ও নারী সবাই পাবে। বণ্টনকালে তারা উপস্থিত হলে বিরক্তি প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ ইসলাম ভরণপোষণ, অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং বিয়ের মোহরানাসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

নারীদের হক আদায় করা অবশ্যকর্তব্য (ফরজ)। ইসলামের আগে নারীদের ওয়ারিশ সম্পত্তি বা মিরাস দেওয়া হতো না। আরবদের মধ্যে প্রবাদ ছিল, যারা ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারে না, তরবারি বহন করতে পারে না, দুশমনের মোকাবিলা করতে পারে না, তাদের সম্পত্তি দেওয়া হবে না। এ কারণে শিশু ও নারীদের মিরাস থেকে বঞ্চিত করা করত। ইসলাম নারীদের ওপর এই জুলুম পরিত্যাগ করে শিশু ও নারীদেরও সম্পত্তির হকদার বলে সাব্যস্ত করেছে।

নারীদের সঙ্গে সদাচরণ এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের অংশসংক্রান্ত আলোচনার পর ওই সব নারীর আলোচনা করা হয়েছে, আত্মীয়তা, বৈবাহিক বা দুধসম্পর্কের কারণে যাদের বিয়ে করা হারাম। (আয়াত: ২৩-২৪)

বিয়ে করার জন্য স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা ফরজ। বিয়ের আগেই মোহর দিতে হবে। তবে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে পরেও দেওয়া যেতে পারে। ইসলামে ওয়ারিশ পুরুষ ও নারী সবাই পাবে। বণ্টনকালে তারা উপস্থিত হলে বিরক্তি প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ ইসলাম ভরণপোষণ, অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং বিয়ের মোহরানাসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

সুরা ফিলের সারসংক্ষেপ

আপনজন ডেস্ক: সুরা ফিল (হাতি) পবিত্র কোরআনের ১০৫ তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৫ আয়াত। ইয়েমেনে খ্রিষ্টান শাসনকর্তা আবরাহা কাবা আক্রমণ করলে আল্লাহ আবাবিল পাখির সাহায্যে কঙ্কর বৃষ্টির দ্বারা তার হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করেন। সুরাটি ভালোভাবে বোঝার জন্য পটভূমি জানা প্রয়োজন। তৎকালীন ইয়েমেন এর খ্রিষ্টান শাসক ছিল আবরাহা। কাবাকে ঘিরে মক্কায় ধর্মীয় কেন্দ্র ও সেই সুবিধায় অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়ায় আবরহা ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। সে কাবার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ইয়েমেনের রাজধানী সানায় একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করেছিল এবং আশা করেছিল মানুষ এখানে আসবে ও নতুন কেন্দ্রে পরিণত হবে ইয়েমেন। কিন্তু এই কাজে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এ জন্য সে ক্ষুব্ধ হয়ে কাবা ধ্বংসের উদ্যোগ নেয়। যদিও সে এটাকে ধর্মীয় যুদ্ধ হিসাবে দেখাতে চায় কিন্তু তার মনে ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সে বিশাল বিশাল হাতি (৯-১৩ টি) ও বিপুল সৈন্য (৬০ হাজার) নিয়ে কাবার অভিমুখে রওনা হয়। এটি এত গুরুত্ব পূর্ণ একটা ঘটনা ছিল যে সেই বছরকে হস্তী বাহিনীর বছর নামে অভিহিত করা হয়। তখন কুরাইশরাসহ সকলে এত বড় বাহিনী ও হাতি দেখে ভীত হয়ে দূরে অবস্থান করে।কুরাইশের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহর কাছে কাবার মর্যাদা ও সম্মান অনেক বড়! কাবার সঙ্গে জুলুম ও বেয়াদবি করার ইচ্ছা করলেও আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। মানুষ কুরাইশদের কাবায় হজের জন্য সমবেত হতো বলে আবরাহা তাদের প্রতি হিংসা কাতর হয়ে পড়েছিল। আর তার পরিণতিও বড় ভয়াবহ হয়েছিল। হিংসার পরিণাম ভয়ংকর হয়। বিশুদ্ধ নিয়ত খুলে দেয় কল্যাণের দ্বার।, আল্লাহ আবরাহা ও তার বাহিনীকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন; কিন্তু কুরাইশদের ধ্বংস করেননি; যদিও তারা কাবাকে মূর্তি দিয়ে ভরে ফেলেছিল। কারণ হস্তিবাহিনীর নিয়ত ছিল, কাবাকে ধ্বংস করা।

সুরার সারসংক্ষেপ:
সুরার শুরুতেই প্রথম আয়াতে 'তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন' আল্লাহ তার নবীকে বলছেন, তুমি কি দেখনি? এরপর আল্লাহ বললেন, তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন? 'কি উপায়ে' তিনি তাদের ব্যর্থ করে দিয়েছেন বলে আল্লাহ তার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ ওই বাহিনীকে আসহাবে ফিল বলে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? বলতে বোঝানো হয়েছে বৃহৎ হাতি বাহিনীসহ ক্ষমতাশালী, দাম্ভিক আবরাহাকে আল্লাহ বাঁধা দেন নাই। এরপর তৃতীয় আয়াতে'ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি পাঠিয়েছিলেন' আল্লাহ ছোট পাখিকে ব্যবহার করেছেন। এখানে 'তাইরন' পাখিকে বোঝানো হয়েছে। চতুর্থ আয়াত অনুযায়ী 'যারা ওদের ওপর কঙ্কর ফেলেছিল।'

আবরাহা তখনকার স্থল বাহিনীর সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে হাতি বাহিনীকে নিয়ে আক্রমণ করেছিল।ক্ষুদ্র পাখির সাহায্যে আক্রমণ করে তাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

পঞ্চম ও শেষ আয়াতে 'তারপর তিনি ওদেরকে (জন্তু জানোয়ারের) খাওয়া ভুসির মতো ক'রে ফেলেন।'আল্লাহ যে শুধু আবরাহাকে পরাস্ত করেছেন তা নয়, আগেও বহু জাতি ও সীমা লঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পরাস্ত করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ এই সুরায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কাবার মর্যাদা যারা লঙ্ঘন করতে যাবে তাদের তিনি অমর্যাদাকর পরিণতি দান করবেন। আল্লাহ আবরাহার বাহিনীর করুন পরিণতি মুহাম্মদ (সা.) কে জানানোর মাধ্যমে তাঁর মনে প্রশান্তি এনে দিয়েছিলেন।

ফিলিস্তিন: মৃত্যু উপত্যকায় আশার বীজ বোনা একটি জয়

আপনজন ডেস্ক: ‘হাতের তালুতে করে নিয়ে যাব আমার প্রাণ/ তারপর ছুড়ে ফেলব ধ্বংসের উপত্যকায়’—আরব কবি শহীদ আবদুর রহিম মাহমুদের লেখা ফিলিস্তিন নিয়ে কবিতার লাইন। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব শুরুর পর ওই উপত্যকা নিয়ে এর চেয়ে বড় সত্য আর হয় না। বয়সে এখন প্রৌঢ় বা তরুণ অনেকেই বেড়ে উঠেছেন ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি দখদারত্বের রক্তাক্ত সব গল্প শুনে, দেখে ও পড়ে এবং এই রক্তপাতের যেন কোনো শেষ নেই।
গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে মানুষ মরছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সেই মিছিল কি গতকাল বাংলাদেশ সময় রাতে একটু হলেও থমকে দাঁড়িয়েছিল! সেই মৃত্যু উপত্যকায় খুশির উপলক্ষ তো খুব বেশি আসে না। গতকাল রাতে যখন লগ্নটি ধরা দিল, তখন হয়তো ফিলিস্তিনি কোনো মুক্তিকামী কিশোরের দুফোঁটা অশ্রু কল্পিত ‘উপহার’ হয়ে সমর্পিত হয়েছে খুশির লগ্ন এনে দেওয়া মানুষগুলোর দুয়ারে।
তারপর হয়তো মুখে হাসি চোখে কান্না নিয়ে সেই কিশোর আনমনেই বলেছে, তোরা সব জয়ধ্বনি কর—মা-কে ছেড়ে, এই মাতৃভূমির টানে প্রাণটা ওই ধ্বংস উপত্যকায় ছুড়ে ফেলতে আমি চললাম!
কিংবা ঘরে ফিরেও যেতে পারে। ফুটবল যে জীবনের কথা বলে। ফুটবল বাঁচার অবলম্বনও কারও কারও কাছে। দোহা থেকে গত রাতে যে খবর পেয়েছে ফিলিস্তিন, তাতে মাতৃভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত ফিলিস্তিনি দু-একজন কিশোর-তরুণ ভাবতেই পারেন, একদিন মরতে হবেই, তার আগে এই আনন্দ লগ্নটুকু উপভোগ করি, দখলদারদের চোখে চোখে রেখে অন্তত বলি—আমরাও জিততে পারি। ফিলিস্তিন পেরেছে। সেটি বৈশ্বিক রাজনীতির টেবিলে নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও নয়, ফিলিস্তিন পেরেছে আয়তাকার এক সবুজ জমিনে। আদতে সেটি ফুটবল মাঠ হলেও ফিলিস্তিনের জন্য তো বিশ্বকে বার্তা দেওয়ার মঞ্চ। গ্রুপ পর্বে হংকংকে ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের শেষ ষোলোয় উঠে বৈশ্বিক রাজনীতির মোড়লদের সেই বার্তাই দিয়েছে ফিলিস্তিন ফুটবল দল—অস্ত্র ছাড়াও টিকে থাকা যায়, কেউ পাশে না থাকলেও ফুটবলকে আঁকড়ে মৃত্যুর মিছিলেও গাওয়া যায় জীবনের জয়গান। আর সেই ‘গান’-এর ভিতও কী শিহরণ জাগায়!
এশিয়ান কাপের ইতিহাসে ফিলিস্তিনের এটাই প্রথম জয়। এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এত দিন সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলে জয়হীন থাকার দুঃখগাথায় সবার ওপরে ছিল ফিলিস্তিন (৮) ও হংকংয়ের (১২) নাম। দেশবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে সেই দুঃখও কাটাল ফিলিস্তিন।
প্রতিশ্রুতি? ফিলিস্তিনিদের প্রতি উদাসীন এই বিশ্ব ভাবতে পারে, সেই উপত্যকায় তো মৃত্যুই একমাত্র প্রতিশ্রুতি। হয় মরো না হয় মারো! এর মধ্যে প্রতিশ্রুতি মানে তো একঅর্থে বেঁচে থাকার চেষ্টারই আস্ফালন। কারণ, প্রতিশ্রুতি দিলে সেটি রাখতে হয় এবং সে জন্য বাঁচাটা প্রথম শর্ত।

প্রথম দুই টেস্টে কোহলির বিকল্প রজত পাতিদার

আপনজন ডেস্ক: ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খেলবেন না বিরাট কোহলি। কোহলির বদলি হিসেবে এই দুই টেস্টের ভারত দলে সুযোগ পেয়েছেন তাঁর আইপিএলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সতীর্থ রজত পাতিদার।
দল থেকে বাদ পড়া অভিজ্ঞ চেতেস্বর পূজারা ও অজিঙ্কা রাহানে আলোচনায় ছিলেন। ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেক দিন ধরে পারফর্ম করে যাওয়া সরফরাজ খানও। তাদের অপেক্ষা বাড়ছে।
শেষ পর্যন্ত রজতকে দলে নিয়েছে বিসিসিআই। মঙ্গলবার দলের সঙ্গে প্রথম টেস্টের ভেন্যু হায়দরাবাদে যোগ দিয়েছেন তিনি। দলে সুযোগ পেলেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের একাদশে তাঁর থাকার সুযোগ খুবই কম।
অনেক দিন ধরেই ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত নাম রজত। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩০ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানের রান ৯৩ ইনিংসে ৪০০০। গড় ৪৫.৯৭, শতক আছে ১২ টি। গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে রজতের। সর্বশেষ ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে ১৫১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন রজত।
ভারত ও ইংল্যান্ড পাঁচটি টেস্ট খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি, ভেন্যু হায়দরাবাদ। প্রথম দুই টেস্টে ৪ নম্বরে কোহলির জায়গা কে নেবেন, সেটি একটি প্রশ্ন। শ্রেয়াস আইয়ার ও শুবমান গিল আছেন, আছেন লোকেশ রাহুলও। রাহুল শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলতে পারেন। উইকেটকিপার হিসেবে দেখা যেতে পারে কেএস ভরত কিংবা প্রথমবার দলে সুযোগ পাওয়া ধ্রুব জুরেল।

মহকুমা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: শান্তির প্রতীক হিসেবে পায়রা উড়িয়ে এবং মশাল প্রজ্বলনের মাধ্যমে রামপুরহাট মহকুমা স্তরের প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের ৩৯ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় বুধবার।
আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডক্টর প্রলয় নায়েক।রামপুরহাট মহকুমা স্তরের এবারের ক্রীড়া পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রামপুরহাট পশ্চিম চক্র। মহকুমা ক্রীড়া পরিচালন কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ মন্ডলের সুদক্ষ পরিচালনায় খেলা গুলি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়।ক্রীড়া কমিটি সূত্রে জানা যায় যে, মোট ৮৭৯ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৪০৮ জন প্রতিযোগি ৩৪ টি বিভাগে খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। মহকুমা পর্যায়ের খেলায় যারা বিজয়ী হবে আগামী ৩০-৩১ জানুয়ারি বোলপুরে অনুষ্ঠিত জেলা স্তরের খেলায় তারা অংশ গ্রহণ করবে।
অন্যদিকে সিউড়ি সদর মহকুমা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় রাজনগরের ডাকবাংলোয়। সিউড়ি মহাকুমার আটটি ব্লকের ১২ টি চক্র থেকে এদিনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রথমে রাজনগর শম্ভু বংশী বিদ্যালয় থেকে মশাল নিয়ে ডাকবাংলো মাঠে পৌঁছান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সরেন। এরপর মাঠের মধ্যে মশাল প্রজ্জ্বলন ও পায়রা উড়ানোর মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। দৌড়,লং জাম্প ,হাই জাম্প , জিমন্যাস্টিক সহ ৩৪ টি ইভেন্টে ৩৭৮ টি প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।
বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে গাছের চারা সহ পুরস্কার। এখানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগরের বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু, রাজনগর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নজরানা সুলতানা, রাজনগর থানার ওসি দেবাশীষ পণ্ডিত,রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা সাহা,খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর, সদর মহকুমা ক্রীড়া কমিটির সম্পাদক শ্যামসুন্দর রায়, রাজনগর চক্র ক্রীড়া কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক তুষার সাহা ও টুটুল হোদা সহ অন্যান্যরা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়ায় কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ

নকীব উদ্দিন গাজী ● আলিপুর

আপনজন: প্রতিবছরই প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে আর সেই কারণেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ২০০৯ সাল থেকে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষা দপ্তর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করে। যেখানে জেলার জন্য ৭ লক্ষ টাকা, সাব ডিভিশনের জন্য ১ লক্ষ টাকা ও সার্কেলের জন্য ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। পাশাপাশি এই বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্বচ্ছতা আনতে একটি ১১ জনের কমিটি ও গঠন করে দেওয়া হয় শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে যেখানে দুজন জেলার কো-অর্ডিনেটর এবং ৯ জন সদস্য। কিন্তু তার পরেও এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রায় কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বুধবার ডায়মন্ডহারবার ডিপিএসসি চেয়ারম্যানের কাছে একটি ডেপুটেশন দেন। মূলত শিক্ষকদের একাংশের দাবি জেলায় মোট ৫১ টি চক্র রয়েছে সেই চক্রের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে কে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের ও স্কুলের কাছ থেকে জোড়পূর্বক টাকা আদায় করা হচ্ছে এবং এর পেছনে s.I এর মদত রয়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। মূলত তাদের দাবি শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয় সেই টাকায় ভালোভাবে ক্রীড়া অনুষ্ঠান সংগঠিত করা যায় কিন্তু তারপরেও জোরপূর্বক ভয় দেখিয়ে শিক্ষক ও স্কুলের কাছ থেকে কোন নিয়ম ছাড়াই এইভাবে টাকা তোলা হচ্ছে এবং তার সব মিলিয়ে অংকটা প্রায় কয়েক কোটি টাকা। আর এই বিষয় নিয়েই ডায়মন্ডহারবার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান এর কাছে তারা একটি ডেপুটেশন দেন। এমনকি তাদের দাবি শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে যে ১১ জনের কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে তাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তবে এই বিষয় নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানায় এই ধরনের বিষয় তিনি এখনো পর্যন্ত জানেনা তবে টাকা নেওয়ার কোন নিয়ম নেই যদি কেউ নিয়ে থাকে তার তদন্ত করে দেখবেন তিনি।

কান্দি মহকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৩তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

রঙ্গিলা খাতুন ● খড়গ্রাম

আপনজন ডেস্ক: কান্দি মহকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৩ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরস্কার বিতরন করা হয়।
মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম ব্লকের নগর এ এম উচ্চ বিদ্যালয়ে কান্দি মহকুমা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৩ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার নগর এ এম উচ্চবিদ্যালয়ের সুসজ্জিত ক্রীড়া ময়দানে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান এবং পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।
এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান আশীষ মার্জিত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন খড়গ্রাম উত্তর চক্র প্রাথমিক বিদ্যালয় এস আই রিমি সরকার। ডি আই অপর্ণা মন্ডলসহ কান্দি মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশেষ অতিথিবর্গ। এদিনের এই বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে মোট ৩৪ টি ইভেন্টে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। অত্যন্ত সুশৃংখল ভাবে এই বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তার সাথে প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়।

৪৭ তম হোড়খালী অঞ্চল আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সুতাহাটা

আপনজন: ৪৭ তম হোড়খালী অঞ্চল আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় পার্বতীপুর ভূতনাথ মেমোরিয়াল ময়দানে।এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন হোড়খালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আঞ্জুমা বিবি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে,সেই সঙ্গে সংসদ এর পতাকা উত্তোলন করেন সংসদ সভাপতি ও সম্পাদক।
হোড়খালী অঞ্চলের ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হয়।দৌড়, যোগাসন,উচ্চ লম্ফ,দীর্ঘ লম্ফ,জিমন্যাস্টিক,আলু দৌড়,ভলিবল নিক্ষেপ,ইত্যাদি ইভেন্ট হয় আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সংসদ এর সম্পাদক শিক্ষক মির্জা মসিউর রহমান বলেন প্রায় ৩৪ টি ইভেন্টে ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকার কারীদের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়।মোট ১০২ জন ছাত্র ছাত্রী পুরস্কার পায়,তিনি এও বলেন এবছর সরকারি নির্দেশের অল্প সময় সিমার মধ্যে নতুন ভাবনার মধ্য দিয়ে কর্ম সূচি করেছি,ত্রুটি মুক্ত করার চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব।বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক সহ প্রায় ৫৫০ জন এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।হোড়খালী অঞ্চল আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংসদ এর সভাপতি শিক্ষক ময়না কুমার পাত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন।স্কোর অনুযায়ী চাম্পিয়ান হয় দুর্বাবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,রানার্স হয় উওর বাসুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, তৃতীয় তাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
তিনটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক দের হাতে ট্রাফি তুলে দেয় আয়োজক কতৃপক্ষ।হোড়খালী অঞ্চল আন্ত :প্রাথমিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সংসদ এর কোষাধ্যক্ষ শিক্ষক সূর্য কুমার মান্না বলেন মনিষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান,বর্নাট্য প্রভাত ফেরী ,জাতীয় পতকা উত্তোলন,সংসদ এর পতকা উত্তোলন ,দেশাত্বক বোধক সংগীতের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের শুরু হয়।ছাত্র ছাত্রীদের প্রিতিভোজ সুন্দর সুষ্ঠ ভাবে করার চেষ্টা করেছি নিমিত্ত মাত্র।উপস্থিত ছিলেন সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অশোক কুমার মিশ্র,জেলা পরিষদের সদস্য শিক্ষক অভিষেক দাস,শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শিক্ষক খোকন রায় প্রামানিক।মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ ঝুমপা কালসা বিশিষ্ট সমাজ সেবী শ্যামপ্রসাদ পাত্র সহ অনেকেই।

ভোটারদের সচেতন করতে মশাল দৌড় অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিডিও

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস। এবারের এই দিবসের মুল ভাবনা ‘ভোটের মতো কিছু নাই, ভোট আমি দেব তাই’। এর মূল লক্ষ ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সাহায্য করা, উৎসাহিত করা এবং নতুন ভোটারদের নাম সংযোজিত করা। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারদের আরো বেশী করে যুক্ত করতে, তাঁদের সচেতন করে তোলাও এই দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্য। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বুধবার গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর দপ্তরের তরফে মশাল দৌড় এর আয়োজন করা হয়। এদিনের এই মশাল দৌড়ে অংশ নেন স্বয়ং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক অরুন কুমার হালদার, গঙ্গারামপুর ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার বাসুদেব পাল, গঙ্গারামপুর ব্লকের শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক(অইডিও) দেবরাজ বালা, ব্লকের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার অতনু সরকার সহ আরো অনেকে।
এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল জানান, ‘আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবসকে সামনে রেখে আজ মশাল দৌড় এর আয়োজন করা হয়েছিল। নতুন ভোট দাতাদের উৎসাহিত করতে এবং ভোটার তালিকার নাম নথিভুক্ত করতে, যুব সম্প্রদায় কে উৎসাহিত করে তোলাই এই দিনটি উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য।’
পাশাপাশি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আরো জানান, ‘আগামীকাল আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। পাশাপাশি আগামীকাল জাতীয় ভোটার দিবসের দিন ১০০ বছরের উর্ধ্বের ভোটারদের পুরস্কৃত করা হবে এবং ব্লকের বেস্ট বিএলও দের পুরস্কৃত করা হবে।
উল্লেখ্য, জাতীয় ভোটার দিবস ভারতে প্রতি বছর ২৫ জানুয়ারি তারিখে পালন করা হয়। ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখ ভারতের নির্বাচনী আয়োগের ৬১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সঙ্গে সংগতি রেখে তখনকার রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল এই দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন।

বেড়াচাঁপার নূরে আলম চাইল্ড মিশনে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি ● বেড়াচাঁপা

আপনজন: দেগঙ্গার হাদিপুর গড়ে নূরে আলম চাইল্ড মিশনে বার্ষিক ক্রীড়া ও নবীনবরণ অনুষ্ঠান হয়। জাতীয় পতাকা ও মিশনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করা হয়। গ্যাস বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ফ্রন্টপেজ গ্রুপ অব ইনস্টিটিউশনের চেয়ারম্যান মহঃ কামরুজ্জামান।
মিশনের শিক্ষার্থীরা মার্চ পাস্ট করে অতিথিদের অভিবাদন জানায়। এদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মিশনের নার্সারি থেকে স্টান্ডার্ড ফোর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অঙ্ক দৌড়, দুঃসাহসিক দৌড়,বেলুন দৌড় সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অভিভাবক, অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মহঃ কামরুজ্জামান বলেন- “এই মিশন পঠন-পাঠন,শিষ্ঠাচার সহ সর্বক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাবে। এই দোওয়া করি।” মিশনের প্রধান শিক্ষিকা রেহেনা পারভীন বলেনঃ- ”পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য অঙ্গ। আজ ৩০টি ইভেন্টে ৩০০জন ছাত্র-ছাত্রী পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক আলহাজ্ব হাফেজ আজিজ উদ্দিন, মিশনের সভাপতি শহিদ বিশ্বাস,ডাইরেক্টর আব্দুর রহমান সহ বিশিষ্ট জনেরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**